প্রস্তাবিত চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬

The Chittagong Development Authority Ordinance, 1959 সংশোধনীসহ উহা পুনপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন যেহেতু ইহা যুক্তিযুক্ত প্রতিভাত হইয়াছে যে , চট্টগ্রাম মহানগর ও তৎসংলগ্ন এলাকার পরিকল্পিত উন্নয়ন , উন্নতিবিধান ও সম্প্রসারণ এর উদ্দেশ্যে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা সংকীর্ণ এলাকার পরিকল্পিত পুনর্নির্মাণ , পরিকল্পিত নতুন রাস্তা নির্মাণ বা বিদ্যমান রাস্তার সম্প্রসারণ , প্রধান প্রধান সড়কসমূহের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা উন্নতি সাধন করা , নাগরিক সুবিধার্থে অবাধ বায়ু চলাচল ও চিত্ত বি নোদনের জন্য পার্ক ও উম্মুক্ত অঞ্চলের ব্যবস্থা করা, অবৈধ ও অপরিকল্পিত দালান অপসারণ , উন্নয়ন-নিয়ন্ত্রণ অথবা নির্মাণ করা এবং উক্ত উদ্দেশ্যে ভূমি হুকুম -দখল করা এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নকালে বাস্তুচ্যুত লোকজনের জন্য যথাযথ পুনর্বাসন করা অন্যবিধ কার্যক্রমগ্রহণ করা সমীচীন।

এবং, যেহেতু উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যুক্তিযুক্তভাবে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন গঠিত কর্তৃপক্ষের পূর্ণগঠনকরণসহ যুগোপযোগি আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত ; এবং যেহেতু , "The Chittagong Development Authority Ordinance, 1959" (Ordinance No. LI of 1959) এবং তৎপরবর্তী সংশোধনীসমূহ রহিতক্রমে সংশোধনীসহ উহার পুনপ্রণয়নের মাধ্যমে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে। সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে।

(২) ইহার আওতা চট্টগ্রাম মহানগরীর জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনায় (মাস্টারপ্ল্যান) চিহ্নিত ও নির্ধারিত সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকিবে। তবে সরকার সময়ে সময়ে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইন এর আওতা অথবা ইহার যেকোন অনুবিধি উক্ত প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্টকৃত একই মহানগরীর সন্নিহিত অন্যান্য এলাকায়ও বর্ধিত করিতে পারিবেন

(৩) সরকার, সময়ে সময়ে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা চট্টগ্রাম মহানগরীর ও উহার সন্নিহিত অন্য যে সমস্ত এলাকার জন্য যেই তারিখ নির্ধারণ করিবেন, সেই সমস্ত এলাকার জন্য সেই তারিখ হইতে উক্ত ব্যবস্থা কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞাসমূহ।-এই আইনে বিষয় কিংবা প্রসংগের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে-

(ক) "সরকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়কে বুঝাইবে;

(খ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ৩ ধারার অধীনে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

(গ) "চেয়ারম্যান" অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;

(ঘ) "নিয়ন্ত্রিত এলাকা" (Controlled Area) অর্থ একটি এলাকা, যে এলাকাকে ২৫ ধারা বলে 'নিয়ন্ত্রিত এলাকা' হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে;

(ঙ) "ভূমি" বুঝাইতে ভূমি হইতে উদ্ভূত সকল সুবিধা এবং ভূমি সংযুক্ত বস্তুসমূহ অথবা ভূমিসংলগ্ন কোন কিছুর উপর স্থায়ীভাবে আবদ্ধ বস্তুকে বুঝাইবে;

(চ) "সদস্য" অর্থ কর্তৃপক্ষের সদস্য;

(ছ) "সিটি কর্পোরেশন" অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে গঠিত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে বুঝাইবে;

(জ) "প্রজ্ঞাপন" অর্থ 'সরকারি গেজেট' এ প্রকাশিত "প্রজ্ঞাপন" বুঝাইবে;

(ঝ) "পৌরসভা" অর্থ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন) এর অধীনে গঠিত চট্টগ্রাম জেলার ঐ সকল পৌরসভা যাহাদের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য;

(ঞ) "তহবিল" অর্থ ৪৩ ধারার অধিনে গঠিত কর্তৃপক্ষের তহবিল;

(ট) "মহাপরিকল্পনা" অর্থ চট্টগ্রাম মহানগর ও তৎসন্নিহিত কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রিত এলাকাকে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তো লার লক্ষ্যে পরিবেশ , সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এলাকাভিত্তিক বা সমগ্র এলাকার বিষয়ভিত্তিক বা সার্বিক পরিকল্পনা বুঝাইবে; স্ট্রাকচারপ্ল্যান, মাস্টারপ্ল্যান ও ডিটেইলড এরিয়াপ্ল্যান এর অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(ঠ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ ,১৯৫৯ (১৯৫৯ সালের ৫১ নম্বর অধ্যাদেশ)এর অধীনে প্রণীত প্রবিধানকেও বুঝাইবে;

(ড) "সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২ (১) এ সংজ্ঞায়িত কোন সরকারি কর্তৃপক্ষ;

(ঢ) "সচিব" বলিতে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নিয়োগকৃত কর্তৃপক্ষের সচিবকে বুঝাইবে ;

(ণ) "অথরাইজড অফিসার" অর্থ র্কতৃপক্ষের এক বা একাধিক অফিসার , সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে তারিখ ঘোষনা করিবে সেই তারিখ হইতে "The Building Construction Act,1952 (Act II of 1953)" Gi clause (a) of section 2 বা এই আইনের স্থলাভিষিক্ত পরিবর্তিত আইন অনুযায়ী অথরাইজড অফিসার হিসাবে বিবেচিত হইবেন;

দ্বিতীয় অধ্যায়

৩। কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠা।- (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর "চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ-১৯৫৯" বলে প্রতিষ্ঠিত 'চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' "চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ-১৯৫৯ " এর পরিবর্তে এই আইন দ্বারা গঠিত হইবে।

(২) এই কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর বা অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার , অধিকারে রাখিবার বা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা নিজ নাম ব্যবহারে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কার্যকাল।-(১) সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত অত্র কর্তৃপক্ষের এ কজন 'চেয়ারম্যান' থাকিবেন এবং নি ম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে।

(ক) সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন চেয়ারম্যান - চেয়ারম্যান।

(খ) সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত ৪(চার) জন সার্বক্ষনিক সদস্য যথা:-

(১) সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ);

(২) সদস্য (এস্টেট);

(৩) সদস্য (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা);

(৪) সদস্য (আইন ও বাস্তবায়ন);

(গ) জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম (পদাধিকারবলে) - সদস্য

(ঘ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যুন উপসচিব পর্যায়ের প্রতিনিধি; - সদস্য

(ঙ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত গণপূর্ত অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি যিনি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর নীচের পদমর্যাদার নহে; - সদস্য

(চ) চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পদাধিকারবলে) - সদস্য

(ছ) বাংলাদেশ রেলওয়ে (পূর্ব) এর প্রধান প্রকৌশলী(পদাধিকারবলে) - সদস্য

(জ) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী (পদাধিকারবলে) - সদস্য

(ঝ) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত কাউন্সিলর ২(দুই)জন যা মেয়র কর্তৃক মনোনীত এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত - সদস্য

(ঞ) চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্তৃক মনোনীত তিনজনের প্যানেল হইতে সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন প্রতিনিধি - সদস্য

(ট) এই আইনের আওতাধীণ এলাকায় বসবাসরত ব্যক্তিদের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ০৪ জন বিশিষ্ট নাগরিক তন্মধ্যে নূন্যতম একজন মহিলা - সদস্য।

(২) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং তিনি-

(ক) এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা ও প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে কর্তৃপক্ষের প্রশাসন পরিচালনার জন্য দায়ী থাকিবেন; এবং

(খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা *(ঝ) (ঞ) ও (ট)* তে উল্লিখিত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য এবং সময়ে, স্বীয় পদে বহাল থাকিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, প্রয়োজনবোধে, যে কোন সময় উক্ত দফা *(ঝ) (ঞ) ও (ট)* তে উল্লিখিত মনোনীত সদস্যগণকে মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) চেয়ারম্যান এবং উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত সদস্যগণ কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য প্রেষণে নিযুক্ত হইবেন।

(৫) কোন ব্যক্তি একাধিক্রমে বা অন্য কোনভাবে ২ (মেয়াদের) বেশী সময়ের জন্য চেয়ারম্যান বা সার্বক্ষনিক সদস্য হিসেবে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না। তবে এক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তমতে উল্লেখিত মেয়াদ বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে;

(৬) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ এই আ ইন ও ইহার অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত , অর্পিত বা ন্যস্তকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন। ইহাছাড়া সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৭) পদাধিকার বলে নিয়োজিত সদস্যগণ ব্যতীত, চেয়ারম্যান এবং উপ-ধারা (১) এর দফা (ঝ) (ঞ) ও (ট) তে উল্লিখিত সদস্যগণ অথবা অন্যকোন সদস্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদনের দ্বারা পদত্যাগ করিতে পারিবেন। তবে সরকার কর্তৃক পদত্যাগ পত্র গ্রহণ না করা পর্যন্ত এইরূপ পদত্যা গ কার্যকর হইবে না।

(৮) সরকার কোন কারণ উল্লেখ না করিয়া লিখিত আদেশের মাধ্যমে পদাধিকার বলে নিযুক্ত সদস্যগণ ব্যতীত অন্যান্য সদস্য বা চেয়ারম্যানের নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবেন।

(৯) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি , অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চে য়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে , শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃ ক মনোনীত কোন সদস্য চেয়ারম্যানরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

৫। চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পারিশ্রমিক ও চাকুরির শর্ত।- (১) চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষনিক সদস্য সরকার কর্তৃক স্থিরকৃত মাসিক বেতন ও ভাতা পাইবেন এবং সরকার তাঁহার চাকুরির শর্ত নির্ধারণ করিবেন এবং তিনি অত্র আইন ও ইহার তদধীন বিধি মোতাবেক দায়িত্ব সম্পাদন করিবেন।

(২) কর্তৃপক্ষের সভায় যোগদানের জন্য প্রত্যেক সদস্য কর্তৃপক্ষের তহবিল হইতে প্রতি সভার জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানি অথবা ভাতা প্রাপ্ত হইবেন।

৬। চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পদত্যাগ।- চেয়ারম্যান কিংবা সদস্য যেকোন সময়ে পদত্যাগ করিতে পারিবেন , তবে শর্ত থাকিবে যে সরকার কর্তৃক উক্ত পদত্যাগপত্র গৃহিত না হওয়া পর্যন্ত উহা কার্যকরী হইবে না।

৭। চেয়ারম্যান অথবা সদস্যদের অপসারণ।- (১) কোন ব্যাক্তি চেয়ারম্যান বা সার্বক্ষণিক সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন না অথবা চেয়ারম্যান বা সার্বক্ষনিক সদস্য থাকিতে পারিবেন না, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশী নাগরিক না হন;

(খ) শারীরিক বা মানসিক অসমর্থের কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন;

(গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেওলিয়া বা অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হন;

(ঘ) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋন খেলাপী হিসাবে ঘোষিত হন;

(ঙ) কোন ফৌজদারী অপারাধের দায়ে দোষী সাবস্ত হইয়া আদালত কর্তৃক অন্যুন ৩(তিন) বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডিত হন; বা

(চ) কর্তৃপক্ষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন পেশা বা ব্যবসার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকেন বা হন।

(২) এই ধারার অধীন অপসারিত কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা সার্বক্ষনিক সদস্য হিসাবে অথবা অন্যান্য সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের কোন পদে নিয়োগের অযোগ্য হইবেন।

৮। নৈমিত্তিক শূন্য পদ পূরণ।- চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা তাহার অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে , শূন্য পদে নতুন চে য়ারম্যান কার্যভার গ্রহন না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন স্থায়ী সদস্য চেয়ারম্যানরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

: কার্য পরিচালনা:

৯। কর্তৃপক্ষের সভা।- (১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(২) চেয়ারম্যান, কর্তৃপক্ষের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তদকর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) কর্তৃপক্ষের সভায় কোরামের জন্য এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৪) প্রতি ৩ (তিন) সাসে কর্তৃপক্ষের অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারম্যান র্কতৃক নির্ধারিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে কোন সময় জরুরী সভা আহবান করা যাইবে।

(৫) কর্তৃপক্ষের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহনে প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভো ট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৬) কেবল কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা কর্তৃপক্ষ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কর্তৃপক্ষের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

১০। অস্থায়ী সহযোগী সদস্য। - (১) এই আইন অথবা তদধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান ইচ্ছা করিলে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা বা পরামর্শের জন্য যে কোন ব্যক্তির সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) যে কোন উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের সহিত সংযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার অধিকার ভোগ করিবে তবে তিনি ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। সহযোগী সদস্য নির্ধারিত হারে ফি বা ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

১১। চুক্তি প্রস্তুত ও সম্পাদন ক্ষমতা। - অত্র আইনের যে কোন উদ্দেশ্যসাধনের জ ন্য কর্তৃপক্ষ যাহা প্রয়োজনীয় ও যুক্তিযক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন , সেই ধরনের সকল চুক্তিতে কর্তৃপক্ষ আবদ্ধ হইতে ও চুক্তিসমূহ সম্পাদন করিতে পারিবে।

১২। চুক্তি সম্পাদন ও প্রাক্কলন অনুমোদন। - (১) এই রকম প্রত্যেকটি চুক্তি কর্তৃপক্ষের পক্ষে চেয়ারম্যান অথবা চেয়ারম্যা ন কর্তৃক মনোনিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত হইবে। শর্ত থাকিবে যে প্রচলিত আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণ ব্যতীত কোন চুক্তি চেয়ারম্যান বা কোন কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত হইবে না। এই ক্ষেত্রে 'পিপিআর' এ বর্ণিত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত বিধিবিধান প্রতিপালন করিতে হইবে।

(২) উক্ত আইনের উদ্দেশ্যসাধনার্থে যে কোন অংকের টাকার প্রত্যেকটি প্রাক্কলন , কাজের সকল স্পেসিফিকেশন, দ্রব্যাদি ও মালামাল যাহা সরবরাহ করা হইবে তাহার নমুনা উপ-ধারা (১) মোতাবেক চুক্তির শর্তাবলি অনুযায়ী চেয়ারম্যান বা প্রয়োজনবোধে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইবে।

(৩) কোন চুক্তি বা প্রাক্কলনের প্রত্যেকটি ভ্যারিয়েশন বা তারতম্যের অথবা বাতিলের/পরিত্যাগের এমন কি মূল চুক্তি বা প্রাক্কলনের ক্ষেত্রেও উপ -ধারা (১) ও (২) প্রযোজ্য হইবে এবং 'পিপিআর' ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত আইন প্রতিপালন করিতে হইবে।

১৩। চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে অধিকতর বিধি এবং কর্তৃপক্ষের সিল সম্পর্কিত বিধান। - (১) চেয়ারম্যান অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যেকটি চুক্তি 'সিপিটিইউ' প্রণীত ছকে কিংবা প্রচলিত ছকে সম্পাদন করিতে হইবে এবং সকল চুক্তিতে কর্তৃ পক্ষে কমন সিল ব্যবহৃত হইবে।

(২) কোন কাজ সম্পাদনের অথবা কোন বস্তু কিংবা মালামাল সরবরাহের কিংবা সেবা ক্রয়ের জন্য প্রণিত প্রত্যেকটি চুক্তি লিখিতভাবে হইতে হইবে এ বং যাবতীয় চুক্তি সিলমোহরযুক্ত হইতে হইবে।

(৩) কমন সিল কর্তৃপক্ষের সচিবের হেফাজতে থাকিবে এবং চেয়ারম্যা নের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন চুক্তি বা দলিলে উক্ত সিলের ছাপ দেওয়া যাইবেনা। উক্ত চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর চুক্তিতে থাকিতে হইবে।

(৪) উক্ত কর্মকর্তার ঐ স্বাক্ষর সংশ্লিষ্ট চুক্তি বা দলিল সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষি হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৫) আলোচ্য ধারায় বর্ণিত মতে কোন চুক্তি সম্পাদিত না হইলে ঐ সব চুক্তিতে কর্তৃপক্ষের কোন বাধ্যবাধকতা বা দায়দায়িত্ব থাকিবে না। সকল ক্ষে ত্রে সরকার কর্তৃক জারিকৃত পিপিআর এর বিধানসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান প্রতিপালন করিতে হইবে।

১৪। টেন্ডারসমূহ।- (১) ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় দরপত্র 'পিপিআর' এর বিধিবিধানের আলোকে সম্পন্ন করিতে হইবে।
(২) যেকোন দরপত্র বা নিলাম চেয়ারম্যান বা কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে।
১৫। চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে নিরাপত্তা। - ক্রয় সংক্রান্ত প্রত্যেকটি চুক্তিতে 'পিপিআর' এর আলোকে চেয়ারম্যান যথাযথ জামানত গ্রহণ এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবেন।
১৬। সরকারের নিকট দলিলপত্র ও তথ্য সরবরাহ। - (১) সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী চাহিত কাগজপত্রাদি /দলিলাদি কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।
(২) সরকার এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।
১৭। র্কতৃপক্ষরে ক্ষমতা ও র্কাযাবলী।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(১) ভূমির যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করিয়া মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(২) মহাপরিকল্পনা (Master Plan) প্রণয়নের নিমিত্ত ভূমি জরিপ ও সমীক্ষা, গবেষণা পরিচালনা এবং তদসং শ্লিষ্ট সকল প্রকার তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

(৩) ভূমির উপর যে কোন প্রকৃতির অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ এবং আধুনিক ও আকর্ষণীয় পর্যটন অঞ্চল ও নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যাবলী গ্রহণ;

(৪) পর্যটনশিল্পের বিকাশসহ কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় গৃহায় ন ও আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পর্যটন কেন্দ্রিক আবাসিক, বাণিজ্যিক, বিনোদন, শিল্প বা এতদ্সম্পর্কিত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য পৃথক পৃথক এলাকার অবস্থান নির্ধারণ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুদূর প্রসারী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও উহার কার্যকর বাস্তবায়ন;

(৫) দেশি ও বিদেশি পর্যটক দের ***চট্টগ্রাম*** জেলায় নিরাপদ অবস্থান ও যাতায়াত সহজ করিবার ল ক্ষ্যে আধুনিক পর্যটন নগরী ও অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সড়ক, মহাসড়ক, নৌপথ, রেলপথ নির্মাণের লক্ষ্যে সং শ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনাক্রমে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বা স্তবায়ণের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন;

(৬) কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বিধি বহির্ভূত স্থাপনা নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ বা অপসারণ;

(৭) অপরিকল্পিত, অপ্রশস্ত ও ঘিঞ্জি বসতি অপসারণক্রমে নূতন আবাসন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং উক্ত এলাকার বাসিন্দাগণের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৮) নিম্নবিত্ত, বস্তিবাসী এবং গৃহহীনদের আবাসন সমস্যার অগ্রাধিকার বিবেচনায় রাখিয়া উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও উহার বাস্তবায়ন;

(৯) উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে এইরূপ কোন এলাকার জন্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি এবং উক্ত এলাকার ভূমি ব্যবহা–রের পরিবর্তন বা কোন ইমারত বা স্থাপনার পরিবর্তনের উপর অনধিক এক বৎসর পর্যন্ত বিধি-নিষেধ আরোপ;

(১০) আধুনিক ও আকর্ষণীয় নগর পরিকল্পনার আওতায় বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা তৈরী এবং উহার ধারাবাহিক সংরক্ষণ;

(১১) পর্যাপ্ত সংখ্যক বনায়ন ও সবুজ বেষ্টনী তৈরি;

(১২) কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ বা বা স্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যয়ে দেশী-বিদেশী বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে পরামর্শ বা সহযাগিতা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(১৩) পর্যটনশিল্প বিকাশের উদ্দেশ্যে দেশী বা বিদেশী ব্যক্তি, সরকারি বা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(১৪) কোন উন্নয়ন প্রকল্প অর্থায়ন এবং বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান;

(১৫) সরকারের পূর্বানুমাদনক্রমে ব্যাংক বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বিদেশী সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ;

(১৬) পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয় সাধন;

(১৭) আধুনিক ও নগর সংক্রান্ত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপের আয়োজন;

(১৮) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি সম্পাদন ;

(১৯) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
(২০) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্প সরকার কর্তৃক, সময় সময়, কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পাদন।

তৃতীয় অধ্যায়

সংস্থাপন

১৮। কর্তৃপক্ষের চাকুরিতে নিয়োগ।- (১) সরকার অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো মোতাবেক কর্তৃপক্ষ , ইহার কার্যাবলী সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বা রা নির্ধারিত হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ উহার সভার নির্ধারিত আলোচ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষ অবদান রাখিতে সক্ষম বা কর্তৃপক্ষের কার্য সম্পাদনে সহায়তার জন্য, প্রয়োজনে, সদস্য নন অথচ উক্তরূপ কাজে অভিজ্ঞ এইরূপ কোন ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধগণের পরামর্শ বা সহযোগীতা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৯। নিয়োগ, শাস্তিবিধান ও আপিল।- (১) এতদসংক্রান্ত সরকার কর্তৃক প্রণীত নির্ধারিত প্রবিধা নের আলোকে কর্তৃপক্ষের চাকুরির নিয়োগ ও পদোন্নতি দানের ক্ষমতা, কর্মকর্তা কিংবা অন্যান্য কর্মচারীকে ছুটি মঞ্জুর করার এবং নিয়োগকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) মোতাবেক প্রদত্ত আদেশের বিরু দ্ধে কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী এতদসংক্রান্ত প্রবিধান মোতাবেক আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

২০। চেয়ারম্যানের নিকট ক্ষমতা অর্পণ।- এই আইনের অধীন কর্তৃপক্ষ/ চেয়ারম্যান যেইরূপ শর্ত যথাযথ বলিয়া মনে করিবে সেইরূপ শর্তে ইহার পূর্ণাঙ্গ / আংশিক ক্ষমতা , দায়িত্ব অথবা কার্যাবলি সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারাও কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান , অথবা কোন সদস্য অথবা কোন অফিসারকেও অর্পণ করিতে পারিবে।

২১। কর্তৃপক্ষ এবং ইহার কর্মচারীদের বিমুক্তি (ইমিউনিটি)।- (১) চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, কর্তৃপক্ষের কমর্কর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীবর্গ যখন অত্র আইনের যে কোন ধারার প্রয়োগ কার্যকরী করণার্থে যখন কোন কার্য সম্পাদন করিবেন, তখন বাংলাদেশ দন্ডবিধির ২১ ধারা মর্ম অনুযায়ী 'সরকারি কর্মচারী' (পাবলিক সার্ভেন্ট) হিসাবে গণ্য হইবেন।

(২) এই আইনের অধীন সরল বিশ ^াসে সম্পাদিত কোন কার্যের জন্য সরকার , কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, সদস্য, কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মামলা বা অন্য কোন আইনগত কাযক্রম গ্রহণযোগ্য হইবে না।

মাস্টারপ্ল্যান

২২। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন।- (১) কর্তৃপক্ষ অত্র আইনের বিধানাবলি অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রিত এলাকার জন্য মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করত সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে মহাপরিকল্পনা কার্যকরী করিবে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময় অন্তর মহাপরিকল্পনা পুণঃপ্রণয়ন, পুনঃরীক্ষণ, সংশোধন, সংযোজনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) মহানগরীর বিভিন্ন অংশের ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্যের আলোকে পূঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এবং উপযুক্ত স্কেলের ম্যাপসহ প্রতিবেদন থাকিতে হইবে। এই ধরনের ম্যাপে রাস্তা, সরকারি ও অন্যান্য ভবন , পূরাকীর্তি, পূর্তকার্য, খেলার মাঠ, পার্ক বিনোদন অঞ্চল, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, সড়ক যোগাযোগ বিন্যাস ও অন্যান্য উন্মুক্ত এলাকা অথবা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, আবাসিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা বা অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহারযোগ্য যে কোন শ্রেণির এলাকা ভিত্তিক জমির বিভাজন যথাযথভাবে চিহ্নিতপূর্বক স্থিত জমির প্রস্তাবিত ব্যবহারের সন্নিবেশ থাকিবে। উক্ত মহাপরিকল্পনা কি কি পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হইবে, তাহার প্রস্তাব থাকিবে ।

(৩) সরকার অত্র কর্তৃপক্ষ হইতে ' মহাপরিকল্পনা ' প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে সরকারি গেজেটের মাধ্যমে ইহা প্রচার করিবে।

(৪) ' মহাপরিকল্পনা ' কিংবা ইহার অংশবিশেষ সম্পর্কে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি বিশে ষের কোন আপত্তি থাকিলে তিনি মাস্টারপ্ল্যান গেজেট প্রকাশিত হওয়ার এক মাসের মধ্যে সরকারের সমীপে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন।

(৫) দাখিলকৃত আপত্তিসমূহ বিবেচনা করত সরকার মাস্টারপ্ল্যানটির যৌক্তিক রদবদল সম্পাদন করিয়া অথবা বিনা রদবদলে উপ -ধারা (৩) মোতাবেক গেজেট প্রকাশের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে উক্ত ' মহাপরিকল্পনা ' অনুমোদন করিবে।

২৩। ' মহাপরিকল্পনা ' ছাপানো।- (১) ২২ ধারা মোতাবেক পেশকৃত ' মহাপরিকল্পনা ' সরকার অনুমোদন করার পর সরকার বিষয়টি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষণা করিবেন এবং এই ধরনের ঘোষণা ছাপানো দ্বারা 'মহাপরিকল্পনা' যথাযথভাবে প্রণিত ও অনুমোদিত হইয়াছে মর্মে চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে এবং তৎপর কোন ব্যক্তির জন্য ২৪ ধারানুযায়ী অনুমতি প্রাপ্ত না হইয়া কোন জমির ' মহাপরিকল্পনা ' নির্ধারণকৃত ব্যবহারের ব্যতিক্রমি ব্যবহার বে-আইনী হইবে।

(২) সময়ে সময়ে সরকারের অনুমতিক্রমে এবং সরকার যে কোন সময়ে ' মহাপরিকল্পনা ' যে কোন নির্দিষ্ট বিধান সংশোধন বা পরিবর্তন করিতে পারিবেন। এই ধরনের সকল সংশোধন বা পরিবর্তন সরকারি গেজেট প্রকাশ করিতে হইবে।

(৩) সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি সকল ক্ষেত্রে সকল প্রকার ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ মাস্টারপ্ল্যান অথবা ' মহাপরিকল্পনা ' এর সংশোধিত ধারার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইবে।

(৪) ' মহাপরিকল্পনা ' অথবা ইহার কোন সংশোধনি ইহার অনুমোদনের পূর্বে বা পরে কোনও প্রকারের আইনগত প্রতিবিধান -ব্যবস্থা (প্রসিডিং) দ্বারা প্রশ্নাধীন হইবে না এবং ইহা উপ -ধারা (১) ও উপ-ধারা (৫) (যেখানে যাহা প্রযোজ্য) মোতাবেক সরকারি গেজেট প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে সক্রিয় গণ্য হইবে।

২৪। মাস্টারপ্ল্যান ধারার ব্যতিক্রম করত জমির ব্যবহারের অনুমতি।- (১) আইনের ২৩ ধারানুযায়ী অনুমোদিত 'মহাপরিকল্পনা ' নির্ধারিতভাবে জমির ব্যবহার না করিয়া যদি কে হ অন্য উদ্দেশ্যে জমি ব্যবহার করিতে চাহেন , তবে তাঁহাকে ঐ ধরনের অনুমতি প্রদানের জন্য তিনি লিখিতভাবে চেয়ারম্যানের বরাবরে দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবেন।

(২) যদি চেয়ারম্যান কোন ব্যক্তিকে উক্তরূপে প্রার্থিত অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন , তবে তিনি চেয়ারম্যানের অস্বীকৃতির ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২)-এ উল্লেখিত আপিলের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৪) ২৩ ধারানুযায়ী কাহারো জমির নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের নির্দেশনার জন্য কাহাকেও কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা হইবে না।

২৫। নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা বা কন্ট্রোলড এরিয়া । - এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনার্থে কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি মারফত যে কোন এলাকাকে নিয়ন্ত্রিত এলাকা ঘোষণা করিয়া ' মহাপরিকল্পনা ' এর অন্তর্ভূক্ত করিতে পারিবে এবং এই ধরনের এলাকার ব্যা পারে কর্তৃপক্ষ যাহা যোগ্য ও যথাযথ বিবেচনা করে , সেই রকম নির্দেশনা দিতে পারিবে এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় কার্যক্রম গ্রহণ করত ঐ এলাকায় নিকৃষ্ট মানের ও অপরিকল্পিতভাবে কলোনি , দালান নির্মাণ বা দালান সংস্কার ইত্যাদি ও উন্নয়ন-নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকারি হইবে।

২৬। ব্যবহার্য এলাকা (ইউজড এরিয়া) ঘোষণা ও ইহার অবস্থান।- (১) কর্তৃপক্ষ 'মহাপরিকল্পনা ' অন্তর্ভূক্ত যে কোন এলাকাকে সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গকে যথাযথ লিখিত নোটিশ প্রদানপূর্বক এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে তাঁহাদের বক্তব্য শুনা নির সুযোগ দান করত 'ব্যবহার্য এলাকা বা ইউজড্এরিয়া ' ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) এই ধরনের ঘোষণা প্রদানের দ্ইু বৎসরের মধ্যে কর্তৃপক্ষের মতে ঐ 'ইউজড্এরিয়া' বা তাহার কোন অংশ অযৌক্তিকভাবে অব্যবহৃত থাকে, তবে ঐ কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে উক্ত 'ইউজড এরিয়া' বা তাহার অংশ বিশেষের মূল্য নির্ধারণ করা হইবে এবং এই ধরনের মূল্য স্থিরীকরণের পর উক্ত মূল্যের ৩% অংশ বার্ষিক ট্যাক্স ধার্য করা হইবে- যতক্ষণ পর্যন্ত না কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্টি মোতাবেক সেখানে উন্নয়ন কার্য সম্পন্ন হয়।

(৩) এই ধারার অনুবলে নির্ধারিত ও আদায়কৃত ট্যাক্স কর্তৃ পক্ষের রাজস্ব সম্পদরূপে পরিগণিত হইবে এবং ইহা কর্তৃপক্ষের সাধারণ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে।

২৭। উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন। - (১) ২৩ ধারার (৩) উপ-ধারার বিধানানুযায়ী 'মহাপরিকল্পনা' প্রকাশনার পরে কর্তৃপক্ষ 'মহাপরিকল্পনা' অন্তর্ভূক্ত এলাকার উন্নয়ন ও উন্নতি বিধানের জন্য পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করত সরকার সমীপে দাখিল করিবেন। 'মহাপরিকল্পনা' এর ভিত্তিতে উন্নয়ন ও সংস্কারমূলক প্রকল্পসমূহ তালিকাভূক্ত করত পানি সরবরাহ ও পয় প্রণালীর কার্যাবলির সমেত এইগুলির প্রত্যেকটির সম্পাদনের আনুমানিক ক্রমানুসারে ও আনুমানিক খরচের হিসাব পাঁচ-সালা পরিকল্পনায় দেখাইতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এ উল্লেখিত প্রকল্প পেশ করার ছয় মাসের মধ্যে সরকার অনুমোদন বা বাতিল করিবে অথবা কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচী সরকার যেভাবে উপযুক্ত মনে করে সেভাবে সংযোজন বা সংশোধন করিয়া অনুমোদন করিবে।

২৮। সরকারের নিকট সুনির্দিষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন করত পেশকরণ।- (১) সংশোধনসহ অথবা বিনাসংশোধনে সরকার কর্তৃক প্রকল্পসমূহ অনুমোদিত হওয়ার পর অনুমোদিত প্রকল্প ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট প্রকল্পসমূহ এবং সরকার কর্তৃক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশিত অন্য যে কোন প্রকল্প বা প্রকল্পসমূহ প্র স্তুত করত তাহা কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট পেশ করিবে। ঐ ধরনের সকল প্রকল্পে আবাসন শিক্ষা , স্বাস্থ্য, পরিবেশ, তথ্য-প্রযুক্তি, বিনোদন, ফ্লাইওভার ও ড্রেনেজ প্রকল্পসহ যাবতীয় অবকাঠামো, প্রস্তাবিত উন্নয়ন সাধনের পরিকল্পনা, খরচের প্রাক্কলন এবং অর্থ সংস্থানের প্রস্তাবিত পদ্ধতি সন্নিবেশিত থাকিবে। এই ধরনের যে সকল প্রকল্পে জনসাধারণকে উচ্ছেদের ব্যাপার জড়িত থাকিবে , সেই সব ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে পুনর্বাসন অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের কি পদ্ধতি গৃহিত হইবে তাহার উল্লেখ থাকিবে। আরো শর্ত থাকিবে যে , কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করত 'মহাপরিকল্পনা' বর্হিঃভূত কোন জরুরি জনস্বার্থ বিধায়ক স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের কাজ হাতে নিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) মোতাবেক সরকার দাখিলকৃত যে কোন নির্দিষ্ট প্রকল্প সরকার বিনা সংশোধনে বা আংশিক সংশোধন করত অনুমোদন করিতে অথবা অনুমোদন দানে অস্বীকৃতি জানাইতে অথবা পুনর্বিবেচনার্থে কর্তৃপক্ষের নিকট ফেরৎ পাঠাইতে পারিবে , অথবা প্রকল্প সম্পর্কিত অতিরিক্ত বর্ণনা বা তথ্য আহবান করিতে অথবা সরকার যে ভাবে বিবেচনা করিবে, সেভাবে প্রকল্পটির পুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৩) এই আইনের অধীনে গঠিত ও অনুমো দিত প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে কোন সময়ে সংশোধন , সংযোজন বা পরিবর্তন করা যাইবে, কিন্তু যদি প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

২৯। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে যে সকল বিষয়বস্তুর সংস্থান থাকিতে হইবে। - (১) এই আইনের আওতাধীন এলাকায় বা উহার কোন অংশে প্রায়োগিক মাস্টারপ্ল্যান অনুসরণ করিয়া কর্তপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সংস্কারমূলক বা উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রনয়ন করিবে এবং সরকা রের নিকট অনুমোদনের জন্য দাখিল করিবে , উক্ত সংস্কারমূলক বা উন্নয়ন প্রকল্পে গৃহা য়নসহ প্রস্তাবিত উন্নয়ন , লিখিত প্রতিবেদন, পূর্ত কাজের বিবরণ , প্রাক্কলিত ব্যয় ও প্রস্তাবিত অর্থের সংস্থান অন্তর্ভূক্ত থাকিব।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রস্তুত ও দাখিলকৃত কোন উন্নতিবিধান বা উন্নয়নমূলক প্রকল্পে নিম্নোক্ত সকল অথবা যে কোন বিষয় বস্তুর সংস্থান থা কিতে হইবে,যথা :-

(ক) কর্তৃপক্ষের মতে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কিংবা প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রভাবিত হইবে সেই ধরনের প্রকল্প এলাকার অন্তর্ভূক্ত জমি - যাহা হুকুম দখল করার প্রয়োজন হইবে।

(খ) সেই এলাকায় জমির বিন্যাস (লে-আউট) অথবা পুনর্বিন্যাস (রি-লেআউট),

(গ) সেই এলাকায় যে জমি হুকুল দখল করার প্রস্তাব রাখা হইয়াছে , সেই জমিতে কর্তৃপক্ষ যাহা প্রয়োজন মনে করেন , সেই সকল দালান অপসারণ , পরিবর্তন বা পুন নির্মাণ।

(ঘ) কর্তৃপক্ষ যাহা নির্মাণ করা প্রয়োজনিয় বিবেচনা করেন, সেই ধরনের ভবনসমূহ নির্মাণ করা।

(ঙ) সেতু (ব্রীজ), বাঁধসেতু(কজওয়ে)এবং জলসুড়ঙ্গ (কালভার্ট) সমেত রাস্তাসমূহের লে-আউট তৈয়ার করা অথবা রাস্তার পরিবর্তন সাধন।

(চ) সেইসব রাস্তার উন্নয়ন সাধনসহ খাল , নালা, প্রয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং একটি মহানগর এলাকার জন্য ঐ সব রাস্তার পানি , আলো ও অন্যান্য স্বাস্থ্য বিষয়ক (স্যানিটরি) সুযোগ সুবিধা বিধান।

(ছ) প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত যে কোন জমি উচ্চতর ও বৃহত্তর করা (রেইজিং), নিম্নতর করা (লোয়ারিং) বা মসৃণ করা।

(জ) নাগরিক সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত উম্মুক্ত জায়গাসমূহ , পার্কসমূহ, বিনোদমূলক অঞ্চল, খেলার মাঠসমূহ, মার্কেটসমূহ, বাজারসমূহ, দোকানপাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, আবাসিক ফ্ল্যাট, প্লট, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, বিদ্যুত কেন্দ্র ও বিদ্যুত উপ -কেন্দ্র এবং বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশান, বাসস্ট্যান্ড , ট্রাক টার্মিনাল, টেক্সি ও রিক্সা স্ট্যান্ড এবং বাজার ইত্যাদি নির্মান , সৃজন, প্রতিষ্ঠা, ধারণ বা সম্প্রসারণ করা অথবা অন্য যে কোন ধরনের উন্নয়ন কার্য।

(ঝ) বর্তমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ অথবা পানি সরবরাহ উন্নিত করণার্থে অন্য কোন প্রকল্প গ্রহণ।

(ঞ) খাল-নর্দমার মোহনা নির্মাণ সহ (আউটফল ওয়ার্কস) পানি নিষ্কাশনের সুবিধার্থে নালা নির্মাণ (ড্রেইনেজ) ও পয়ঃপ্রণালী (সিউঅ্যারেজ) খনন, এবং

(ট) আবাসিক এলাকাসমূহ, বাণিজ্যিক এলাকাসমূহ, শিল্প এলাকাসমূহ, বিনোদনমূলক এলাকাসমূহ, শিক্ষা-অঞ্চলসমূহ এবং প্রশাসনিক অঞ্চলসমূহের উন্নয়ন।

(ঠ) জলাবদ্ধতা, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্পসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ।

(ড) কোন বিশেষ প্রকল্প বা প্রকল্পসমূহের এলাকার বহির্ভাগের অথচ তৎসন্নিহিত কোন এলাকা , যাহা কর্তৃপক্ষ উন্নয়নকরণ উপযুক্ত মনে করেন , তাহার উন্নয়ন, এবং

(ঢ) অন্য যে কোন বিষয়, যাহা অত্র আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ এবং যাহা কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত মনে করে"।

৩০। জমির ব্যবহারের ধারাবাহিকতা বন্ধ করা এবং দালান পরিবর্তন বা অপসারণ করা। - যেখানে কর্তৃপক্ষের নিকট ইহা প্রতিয়মান হইবে যে জনস্বার্থে এবং উন্নতিবিধান বা উন্নয়নমূলক কোন প্রকল্পের (স্কিম) অন্তর্ভূক্ত এলাকার যথাযথ পরিকল্পনার প্রয়োজনে ইহা যুক্তিসঙ্গত যে ঃ-

(১) জমির যে কোন রকমের ব্যবহারে র ধারাবাহিকতা বন্ধ করার প্রয়োজন রহিয়াছে অথবা ইহার ধারাবাহিকতায় কোন শর্ত আরোপ করা আবশ্যকীয় , অথবা

(২) কোন দালান বা পূর্তকার্য বা শিল্প বা কারখানা পরিবর্তন বা অপসারণ করিতে হইবে, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ঐ বিষয়ে একটি কার্যসূচি পাশ করিবে এবং ঐ ধরনের কার্যসূচি ৩২ ধারার (১) উপ-ধারার (গ) দফা অনুযায়ী প্রকল্পের বিশেষ বিবরণের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

৩১। উন্নয়ন প্রকল্পের দ্বারা বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গের পুনর্বাসন।- (১) এই আইনের আওতায় উন্নতিবিধান ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নকালে দরিদ্রতর ও শ্রমিক শ্রেণির জনসাধারণ যাঁ হারা বাস্তুচ্যুত হন, বা যাঁহাদের বাস্তুচ্যুত হইবার সম্ভাবনা থাকে , তাঁহাদের যতগুলি আবাসগৃহ ও দোকান প্রদান প্রয়োজন বলিয়া কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করেন , তত রকমের ততগুলি গৃহ ও দোকান নির্মাণ , রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ প্রকল্পসমূহ (যাহা অতঃপর পুন গৃহায়ন প্রকল্প নামে অভিহিত হইবে) প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩২। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কাঠামো প্রস্তুতকরণ , জনসাধারণ্যে প্রচার ও প্রেরণ এবং আবেদনকারিদের বরাবরে দলিলপত্র সরবরাহকরণ। - (১) কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণধীন যে কোন এলাকার জন্য যখন কোন উন্নতিবিধায়ক বা উন্নয়নমূলক প্রকল্প বা পুনঃ গৃহায়ন (রি-হাউজিং) প্রকল্প প্রণয়ন করা হয় , তখন কর্তৃপক্ষ একটি বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত করিবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে নিম্নোক্ত বর্ণনাসমূহ থাকিবে ঃ-

(ক) প্রকল্পটি প্রণিত হইয়াছে।

(খ) প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত জমির সীমানা (বাউন্ডারি)।

(গ) একটা স্থান যেখানে প্র কল্পটির বিশেষ বিবরণ যে জমিসহ প্রকল্পটি গঠিত হইয়াছে উহার একটি ম্যাপ , যে জমি হুকুম দখল করার জন্য ও যে জমি হইতে বেটারমেন্টফিস আদায় করার প্রস্তাব রাখা হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা ন্যায়সঙ্গত সময়ে দেখা যাইতে পারে।

(২) কর্তৃপক্ষ-

(ক) স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় এ বং কর্তৃপক্ষের ওয়েব সাইটে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে উক্ত বিজ্ঞপ্তি ইলেকট্রনিক মিডিয়াতেও প্রচার করিতে পারিবে; এবং

(খ) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে জেলা প্রশাসকের দপ্তরে উক্ত বিজ্ঞপ্তির একটি কপি প্রেরণ করিবে।

(৩) চেয়ারম্যান উপ-ধারা (১)-এর ''গ" দফায় বর্ণিত সকল দলিল -পত্রের কপি, নির্ধারিত ফিস আদায় সাপেক্ষে যে কোন আবেদনকারিকে প্রদান করার ব্যবস্থা করিবেন।

৩৩। জেলা প্রশাসনের বক্তব্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ। - ৩২ ধারার (২) উপ-ধারার ২য় দফাবলে জেলা প্রশাসকের দপ্তরে কোন বি জ্ঞপ্তি প্রেরণ করা হইলে জেলা প্রশাসক উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সম্পর্কে জেলা প্রশাসনের বক্তব্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৩৪। ব্যক্তিবর্গের তালিকা ও এসেসমেন্ট তালিকার কপি অথবা উদ্ধৃতাংশ (এক্সট্রাকট)।- ৩২ ধারানুযায়ী নোটিশ ছাপানোর পর যথাশীঘ্রই সম্ভব চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার যে জমি প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ সম্বলিত একটি তালিকা প্রকল্প বাস্তবায়নার্থে যে জমি হুকুম দখল করিবার প্রস্তাব রাখা হইয়াছে, অথবা যে জমি হইতে 'বেটারমেন্ট ফিস' আদায় করার প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে, সেগুলির বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া নিম্নোক্ত তথ্যাবলি সরবরাহ করার জন্য জেলা প্রশাসককে অনুরোধ জানাইবেন :-

(ক) প্রকল্পটি বাস্তবায়নকল্পে যাঁহাদের জমি হুকুম দখল করিতে হইবে অথবা যাঁহাদের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তাঁহাদের নাম-ঠিকানাসহ একটি তালিকা; এবং

(খ) এই ধরণের অনুরোধ প্রাপ্তির ১৪ দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফিস পরিশোধ করত জেলা প্রশাসকের এসেসমেন্ট তালিকার একটি কপি অথবা উহার উদ্ধৃতাংশ।

৩৫। উন্নয়ন প্রকল্প পরিত্যক্ত ঘোষণা অথবা সরকারের নিকট ইহা মঞ্জুর করার জন্য দরখাস্ত।- (১) কোন উন্নয়ন বা গৃহায়ন প্রকল্পের ব্যাপারে যথাক্রমে ৩২ ধারার (২) উপ-ধারার (ক) দফা ও ৩৩ ধারার মর্ম মতে প্রদত্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর , অথরিটি উক্ত ধারাসমূহের কার্যক্রমের অধীনে প্রাপ্ত সকল আপত্তি, দরখাস্ত বা আবেদন ও ভিন্নমতের তালিকা সংশ্লিষ্ট আবেদনকারিগণ শুনিতে চাহিলে, শুনানি প্রদানপূর্বক বিবেচনা করিবে।

কর্তৃপক্ষ অতঃপর হয়ত প্রকল্পটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করিবেন অথবা কর্তৃপক্ষের বিবেচনা মতে কোন সংশোধনী থাকিলে তাহাসহ সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) মোতাবেক দাখিলকৃত প্রত্যেকটি দরখাস্তের সহিত নিম্নলিখিত কাগজপত্র সংযোজিত থাকিতে হইবে :-

(ক) প্রকল্প সম্পর্কিত একটি বর্ণনা ও প্রকল্পটির পূর্ণ তথ্যাবলি,

(খ) প্রকল্পের মূল কাঠামোতে কোন পরিবর্তন সাধন করিলে তাহার কারণসমূহের একটি বর্ণনা।

(গ) ৩৩ ধারার অধিনে প্রাপ্ত আপত্তিসূহের (যদি থাকে) বিবরণি।

(ঘ) ৩৪ ধারার অধিনে প্রাপ্ত আবেদন।

(ঙ) প্রকল্প বাস্তবায়নকল্পে বাস্তুচ্যুত দরিদ্রতর ও শ্রমিকশ্রেণির পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহিত ব্যবস্থা প্রস্তাবিত ব্যবস্থার একটি খতিয়ান।

(৩) ৩৬ ধারানুযায়ী সরকার সমীপে পেশকৃত যে কোন ইমপ্রু ভমেন্ট স্কিম বা রি-হাউজিং স্কিম সরকার সংশোধনীতে বা বিনা সংশোধনীতে মঞ্জুর করিতে অথবা মঞ্জুর করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে অথরিটির নিকট হইতে স্কিম প্রাপ্তির তারিখ হইতে চার মা সের মধ্যে সরকারকে অথরিটির নিকট সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিতে হইবে।

(৪) (ক) যখনই সরকার কোন ইমপ্রুভমেন্টস্কিম বা রি-হাউজিং স্কিম অনুমোদন করিবে , তখনই সরকারকে বিষয়টি নোটিফিকেশন মারফত ঘোষণা করিতে হইবে এবং তৎক্ষণাৎ উক্ত স্কিম কার্যকরী করার জন্য অথরিটিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

(খ) উপ-ধারা (২)-এ বর্ণিত কোন স্কিম নোটিফিকেশন মারফত প্রচারিত হইলে উক্ত স্কিম যথাযথভাবে গঠিত ও অনু মোদিত হওয়ার চুড়ান্ত সাক্ষ্যরূপে পরিগণিত হইবে"।

৩৬। উন্নয়ন প্রকল্প একত্রীকরণ। - যে কোন এলাকা সম্বন্ধে উন্নতিবিধায়ক , উন্নয়নমূলক অথবা পুন গৃহায়ন পরিকল্পনা গৃহিত হইয়াছে বা গ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত হইয়াছে, সেইগুলি, যে কোন সময়ে, একটি যৌথ প্রকল্পের মধ্যে একত্রীভূত করা যাইবে।

৩৭। রাস্তার প্রশস্থতা ।- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিকল্পিত কিংবা পরিবর্তিত কোন রাস্তার প্রশস্ততা নিম্নোক্ত মাপের কম হইবে নাঃ-

(ক) যানবাহন চলাচলের জন্য প্রধান রাস্তার প্রস্থ- ৬০´ বা তদুর্ধ্ব

(খ)যানবাহন চলচলের জন্য সেকেন্ডারী রাস্তার প্রস্থ-৪০´ বা তদুর্ধ্ব

(গ) শুধুমাত্র লোক চলাচলের রাস্তা- ২৫´

তবে শর্ত থাকিবে যে-

(১) কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যে বর্তমানে স্থিত রাস্তার প্রস্থ অত্র ধারা মোতাবেক বর্ধিত করা বাস্তবে সম্ভবপর নয়, তাহা হইলে উহা বর্ধিত করিতে হইবে না ; এবং

(২) যদি কর্তৃপক্ষ ময়লা-আবর্জনা অপসারণ, পয়ঃনিস্কাশনের উদ্দেশ্যে সার্ভিস-ওয়ে স্থাপন করিতে চায় সেইক্ষেত্রে রাস্তার প্রশস্থতা ২৫´ এর স্থলে যে কোন পরিমাপে কমাইতে বাধা হইবেনা ।

৩৮। সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ বা ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব দালান বা জমি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য কর্তৃ পক্ষের নিকট হস্তান্তর।- (১) যখনই কোন ভবন, বা কোন রাস্তা,স্কোয়ার বা অন্য জমি বা সেগুলির অংশ বিশেষ, যাহা-

(ক) সিটি কর্পোরেশনের কিংবা পৌরসভার অভ্যন্তরে অবস্থিত হয় বা ইহাতে অর্পিত হয়, অথবা

(খ) আইনের আওতাধিন জেলা পরিষদের কোন অংশে অবস্থিত থাকে এবং জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ কিংবা ইউনিয়ন পরিষদে উক্ত দালান, রাস্তা বা স্কোয়ার বা জমি অর্পিত হয়,

তাহা কর্তৃপক্ষের কোন উন্নতিবিধায়ক, উন্নয়ন বা গৃহায়ন প্রকল্পের এলাকাধীন হয় এবং ঐ সব প্রকল্পের জন্য সেগুলির প্রয়োজন অনুভূত হয় , সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা বা জেলা পরিষদ বা উপজেলা পরিষদ বা ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান (যেখানে যাহা প্রযোজ্য) এর সমীপে নোটিশ দিবেন এবং ঐ সব দালান, রাস্তা, স্কোয়ার, অন্য জমি বা তাহার অংশ বিশেষ তাহার ফলে কর্তৃপক্ষের নিকট অর্পিত হইয়া যাইবে।

(২) যেখানে উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোন রাস্তা অথবা স্কোয়ার অথবা ইহার কোন অংশ কর্তৃপক্ষে বর্তায়, সেক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা বা জেলা পরিষদ বা উপজেলা পরিষদ বা ইউনিয়ন পরিষদের নিকট ঐ সব রাস্তা , স্কোয়ার বা উহাদের অংশের জন্য কোন ক্ষতিপূরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদান করিতে হইবে না।

(৩) যেখানে উপ-ধারা (১) মোতাবেক রাস্তা, স্কোয়ার ব্যতিত অন্য জমি সংশ্লিষ্ট হয়, সেখানে পৌরসভা বা জেলা পরিষদ বা উপজেলা পরিষদ বা ইউনিয়ন পরিষদ (যেখানে যাহা প্রযোজ্য) ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে না।

(৪) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর আওতায় কোন দালান কর্তৃপক্ষের নিকট অর্পিত হয়, সেক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা বা জেলা পরিষদ বা উপজেলা পরিষদ বা ইউনিয়ন পরিষদ (যেখানে যাহা প্রযোজ্য)-কে ঐ সব দালানের ক্ষতিপূরণ অত্র কর্তৃপক্ষ প্রদান করিবে।

(৫) যদি কোন প্রশ্ন বা বিরোধ উত্থাপিত হয়,-

(ক) উপ-ধারা (৩) বা উপ-ধারা (৪) এর যে কোন একটির অধীনে ক্ষতিপূরণ প্রদানযোগ্য হইবে কিনা, অথবা-
(খ) উপ-ধারা (৩) বা উপ-ধারা (৪) এর অধিনে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের বা প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে, অথবা-

(গ) কোন দালান বা রাস্তা বা স্কোয়ার বা অন্য জমি বা তাহার অংশ বিশেষ প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন আছে কিনা, সেক্ষেত্রে বিষয়টি সরকারের কাছে সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করিতে হইবে এবং সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

(৬) এই ধরণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য "বিল্ডিং" অর্থে শুধুমাত্র নির্মিত গৃহ ও যে জমির উপর দালানটির কাঠামো প্রকৃতপক্ষে অবস্থিত, শুধু সেই জমিটাই বুঝাইবে, অন্য কোন জমি বুঝাইবে না এবং ক্ষতিপূরণ বলিতে উপ-ধারা (১) মোতাবেক নোটিশ জারির তারিখে জমির ক্ষেত্রে মৌজা মূল্যের দেড় গুণ পরিমাণ টাকা বুঝাইবে এবং দালানের ক্ষেত্রে পি ডব্লিউ ডি এর নিয়ম মোতাবেক নির্ধারিত পরিমাণ টাকা বুঝাইবে।

৩৯। পরিকল্পিত অথবা পরিবর্তিত রাস্তা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গ্রহণ। - যখনই কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইবে যে,- (ক) ২৮ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্ল্যানে লিপিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিকল্পিত বা পরিবর্তিত কোন রাস্তা যথাযথভাবে উন্নয়ন সাধনপূর্বক এবং পানি অপসারণের জন্য নালা প্রস্তুত, পয়ঃপ্রণালির ব্যবস্থাকৃত ও আলোকিত করা হইয়াছে।

(খ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যেভাবে বাস্তবায়িত হওয়া উচিত , সেইভাবে ঐ রাস্তায় আলো সরবরাহের উদ্দেশ্যে বাতি , বাতির খুঁটি (ল্যাম্প পোস্ট) বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি স্থাপন করার কাজ সম্পন্ন হইয়াছে, এবং

(গ) এই সমস্ত রাস্তায় সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সাধারণভাবে পানির ও অন্যান্য স্যানিটরি সুযোগ-সুবিধার যেভাবে ব্যবস্থা করা উচিত, সেইভাবে বাস্তবায়িত হইয়াছে।

তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত মর্মে একটি কার্যবিবরণী (রেজুলেশন) পাস করিবে এবং কর্তৃপক্ষ উক্ত কা র্যবিবরণীতে স্থিরকৃত তারিখ হইতে ঐ রাস্তা শুধুমাত্র রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য সিটি কর্পোরেশনকে অনুরোধ জানাইবে।

৪০। সরকার অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন প্রকল্প বা সম্পত্তি কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর। - (১) অত্র আইনের ১ নম্বর ধারার (৩) নম্বর উপ-ধারা অনুযায়ী অত্র আইনের বিধি বিধান কার্যকরী হওয়ার পর সরকার লিখিত শর্ত আরোপপূর্বক সরকার অনুমোদিত যে কোন প্রকল্প অথবা সরকার বা কোন স্থানীয় সরকার কর্তৃক গৃহিত যে কোন প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে এবং এই ধরনের যে কোন প্রকল্পের সহিত সম্প র্কযুক্ত বা সহায়ক বা অধিকারভূক্ত যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি কর্তৃপক্ষের অধিকারে বিলি -ব্যবস্থার জন্য ন্যস্ত করিতে পারিবে , এবং এই প্রক্রিয়ায় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরকৃত যে কোন প্রকল্প সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) মতে হস্তান্তরিত যে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনে সকল প্রকারের কাজ সম্পন্ন করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং সকল অসমাপ্ত কাজ ও কার্য-কলাপ পরিচালনা করা কর্তৃপক্ষের জন্য আইনসঙ্গত হইবে।

(৩) সরকার বিভিন্ন শর্ত লিখিতভাবে আরোপ করত কর্তৃপক্ষের বরাবরে সরকারের বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বা অন্য যে কোন কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন যে কোন সম্পত্তি বা তহবিল প্রদান করিতে পারিবে এবং এই সূত্রে কর্তৃপক্ষ ঐ ধরনের সমস্ত সম্পত্তি বা তহবিল ঐ সব শর্ত পালন সাপেক্ষে ধারণ করিতে পারিবে এবং শুল্ক ধার্য করিতে পারিবে।

জরিপ

৪১। জরিপ করার ক্ষ মতা অথবা জরিপ করার খরচ বহন। - (ক) এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নার্থে কর্তৃপক্ষ যখনই প্রয়োজনীয় ও যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিবে, তখনই জমির জরিপ করাইতে পারিবে ; অথবা

(খ) অন্য যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে উক্তরূপে জরিপ করার খরচ প্রদান করিতে পারিবে।

৪২। প্রবেশাধীকার।- (১) নিম্নোক্ত কার্যসম্পাদনের প্রয়োজনে চেয়ারম্যান স্বয়ং অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক সাধারণভাবে বা বিশেষভাবে এই সম্পর্কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সহকারি বা শ্রমিকসহ বা তাহাদের উপস্থিতি ব্যতিত যে কোন জমির উপরে ও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিবেন ঃ-

(ক) যে কোন পরিদর্শন, জরিপ, পরিমাপ গ্রহণ, মূল্যমান নির্ণয়করণ বা তদন্ত।
(খ) লেভেল নেওয়ার উদ্দেশ্যে।
(গ) অন্তর্ভূমি (সাব-সয়েল) খনন বা ছিদ্র (বোর) করা।
(ঘ) সীমানা স্থাপন করা অথবা ইপ্সিত কাজের জন্য রেখা(লাইন) চিহ্নিত করা।
(ঙ) মার্কা স্থাপন করিয়া এবং পরিখা খনন করিয়া লেভেলসমূহ সীমানা এবং লাইন চিহ্নিত করা; অথবা
(চ) অন্য যে কোন কাজ সম্পাদন করা ও এই আইনের বা প্রস্তুতকৃত কোন বিধির বা অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়নের বা কর্তৃপক্ষ যে কোন প্রকল্প প্র ণয়নের ইচ্ছা করিলে তাহা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত কাজ যখনই সম্পন্ন করার প্রয়োজন অনুভূত হইবে তখনই কর্তৃপক্ষ উহা কার্যকর করিতে পারিবে।

৫ম অধ্যায়

অর্থ

৪৩। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তহবিল। - (১) কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত "চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তহবিল " (চিটাগাং ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ফান্ড) যাহা অতঃপর "তহবিল" হিসাবে উল্লেখিত হইবে, সেই নামে একটি তহবিল থাকিবে, যাহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইহার চেয়ারম্যান , সদস্যবৃন্দ, অফিসারগণ ও অন্যান্য কর্মচারীগনের বেতন, ভাতা ইত্যাদি পরিশোধকল্পে আইন মোতাবেক কার্যনির্বাহের জন্য সকল খরচ যোগানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে।

(২) উক্ত তহবিল নিম্নরূপ উৎস হইতে গঠিত হইবে :-

(ক) ৪৪ ধারা অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন হইতে প্রাপ্ত কনট্রিবিউশন।
(খ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ও উক্ত অনুদানের উপর অর্জিত ব্যাংক সুদ।
(গ) সরকার হইতে গৃহিত ঋণ।
(ঘ) ৪৫ ধারার বিধানানুযায়ী সরকার কর্তৃক বিশেষ বা সাধারণ খাতে মঞ্জুরকৃত প্রাপ্ত ঋণসমূহ।
(ঙ) সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্ত-সাপেক্ষে অনুমোদিত 'ডেভেলপমেন্ট লোন ফান্ড' হইতে প্রাপ্ত ঋণ এবং বৈদেশিক সাহায্য ; এবং
(চ) ৭৬ ধারানুযায়ী ধার্যকৃত 'বেটারমেন্ট ফি' হইতে প্রাপ্ত অর্থ অথবা অন্য যে কোন কর যাহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইনের বিধানানুসারে ধার্যকৃত হয় এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
(ছ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।
(জ) উন্নয়নসহ সকল প্রকল্পের অনুকূলে সরকার হইতে প্রাপ্ত অনুদানের কিংবা বৈদিশিক ঋনের টাকার উপর অর্জিত ব্যাংক সুদ এবং সকল প্রকার জামানতের উপর অর্জিত ব্যাংক সুদ।

৪৪। সিটি কর্পোরেশন হইতে প্রাপ্ত অনুদান (কনট্রিবিউশন)।- (১) কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত এলাকায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাসমূহ আইনের বিধান অনুযায়ী ইমারতের বার্ষিক মূল্যায়ণের উপর ১.৫% হারে কন্ট্রিবিউশন তাহাদের তহবিল হইতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রতি ত্রৈমাসের প্রথম দিনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভাসমূহ কর্তৃপক্ষকে প্রদান করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর নির্দেশিত কনট্রিবিউশন সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভাসমূহকে অন্যান্য পাওনার চাইতে অগ্রাধিকার প্রদান করিয়া কর্তৃপক্ষের বরাবরে পরিশোধ করিতে হইবে।

ঋণসমূহ

৪৫। কর্তৃপক্ষের ঋণ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা।- নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সুদের হারে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং সময় ও পরিশোধের পদ্ধতি সম্বলিত শর্তাবলি সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ যেকোন অংকের টাকা সময়ে সময়ে ব্যাংক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন।
(ক) ৫৮ ধারা অনুযায়ী ক্যাপিটেল একাউন্ট এ ডেবিটেবল ব্যয় নির্বাহের জন্য, অথবা
(খ) এই আইনের ধারার অধিনে ইতিপূর্বে গৃহিত ঋণ পরিশোধের জন্য।

৪৬। কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইবে। - কর্তৃপক্ষ "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ঋণ আইন , ১৯১৪" মোতাবেক উল্লিখিত আইনের অধীন অর্থ ঋণের ক্ষেত্রে "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ" বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এই আইনের অধীন কোন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এইরূপ কর্তৃপক্ষ আইনানুগভাবে সম্পাদন করিতে পারিবে বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৭। ধারকৃত অর্থের ব্যবহার।- ৪৫ ধারানুযায়ী কোন বিশেষ খরচ নির্বাহের জন্য অথবা কোন বিশেষ ঋণ পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে কোন অংকের কোন ঋণ গ্রহণ করিলে ঐ টাকার কোন অংশ সরকারের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিত অন্য কোন খাতে বা উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাইবে না।

৪৮। সুদ ও ঋণ পুন পরিশোধের ব্যাপারে পরিশোধ সম্পর্কিত অগ্রাধিকার।- সুদ ও ঋণ পুন পরিশোধ খাতে প্রাপ্য সকল বকেয়া আদায় কর্তৃপক্ষের অন্যান্য সকল বকেয়ার উপর প্রাধান্য পাইবে।

৪৯। অবলোপন।- কর্তৃপক্ষের কোন পাওনা অথবা কোন মূল্যবান সিকিউরিটির ব্যয়, মালামাল হারিয়ে যাওয়া, বিনষ্ট বা চুরিজনিত ক্ষতি সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতে অবলোপনের আর্থিক ক্ষমতা চেয়ারম্যানের বা কর্তৃপক্ষের থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অবলোপন কেবল নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইবে-

(ক) যদি উক্ত পাওনা পূরণ হিসবে গণ্য হয় এবং তাহা আদায়ের কোন সম্ভাবনা না থাকে;
(খ) যদি হারাইয়া যাওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, চুরি যাওয়া মালামাল বা সিকিউরিটির মূল্য আদায়যোগ্য বা ক্ষতিপূরণযোগ্য না হয়;
(গ) যদি কর্তৃপক্ষ প্রতিটি ক্ষেত্রে উপরোক্ত মর্মে সন্তুষ্টু হয়।

বাজেট প্রাক্কলন

৫০। আয় ও ব্যয়ের প্রাক্কলন । - (১) কর্তৃপক্ষ আর্থিক বৎসর সমাপ্তির তিন মাস পূর্বে , সরকারের নিকট পরবর্তি আর্থিক বৎসরের জন্য প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয়ের বিবরণী পেশ করিবে।

(২) সরকার সময়ে সময়ে যেভাবে নির্দেশ প্র দান করেন, তদনুযায়ী উপ-ধারা (১) মোতাবেক প্রণীত প্রত্যেকটি প্রাক্কলন ক্যাপিটেল ও রেভিনিউ বাজেটের পার্থক্যসূচিত থাকিবে এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ছকে চাহিত তথ্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা থাকিবে।

এই ধরনের প্রাক্কলনের ব্যাপারে সরকারের অনুমোদন :

(৩) বাজেট প্রাক্কলন প্রাপ্তির পর সরকার ইহা পরীক্ষা করিবে এবং তৎপর সংশোধনকৃতভাবে অথবা বিনা সংশোধনে পরবর্তি আর্থিক সাল আরম্ভ হ ওয়ার পূর্বে কর্তৃপক্ষকে সরকারি অনুমোদন জ্ঞাপন করিবে।

৫১। সম্পূরক প্রাক্কলন ।- যে অর্থ বৎসরের জন্য প্রাক্কলন বা বাজেট অনুমোদিত হইয়াছে , সেই আর্থিক সালের যে কোন সময়ে কর্তৃপক্ষ সম্পূরক বাজেট প্রস্তুতপূর্বক সরকারের নিকট দাখিল করিতে পারিবে।

৫২। বাজেটের প্রতি আনুগত্য এবং সমাপ্তি জমা খরচ। - (১) চলতি বাজেট অনুদানের অন্তর্ভুক্ত না হইলে অথবা রি -এপ্রোপ্রিয়েশন মাধ্যমে নির্বাহ করা না হইলে অথবা সমাপনী জের ড্র করা না গেলে কোন টাকা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে খরচ করা যাইবে না।

(২) সরকারের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিত সমাপনী জের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এতদসংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট অংকের নিচে অবনমিত করা যাইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর আওতা হইতে নিম্নোক্ত দফাসমূহ বাদ থাকিবে, যেমন:-

(ক) ঠিকাদার বা অন্য কাহারো প্রাপ্য পুন পরিশোধের জন্য আলাদাভাবে জমাকৃত টাকা এবং ভুলক্রমে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগৃহিত অথবা জমাকৃত অর্থ।
(খ) কর্তৃপক্ষ কিংবা পদাধিকারবলে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আদালত কর্তৃক ডিক্রিকৃত বা হুকুমকৃত যে কোন পরিশোধতব্য টাকা।

(গ) কোন মোকদ্দমা বা আইনঘটিত কার্যসূচি অনুযায়ী কোন আপোষ নিষ্পত্তির কারণে পরিশোধতব্য টাকা।
(ঘ) আইনের বিধানানুযায়ী ক্ষতিপূরণ বাবত পরিশোধযোগ্য টাকা।
(ঙ) বিশেষ/অনিবার্য জরুরী অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণের অর্থ। এবং
(চ) সর্বোচ্চ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জনস্বার্থে কোন কার্যক্রমের জন্য ব্যয় নির্বাহ।
(৪) যখনই (৩) উপ-ধারার (চ) দফার অধীনে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার অধিক টাকা অথবা (ঙ) দফার অধীনে যে কোন অংকের টাকা ব্যয়িত হয়, চেয়ারম্যান অনতিবিলম্বে সরকার সমীপে ঘটনার কারণ বর্ণনা করত প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন এবং একই সঙ্গে এই ধরনের খরচ কিভাবে মিটানো হইবে, তৎসম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করিবেন।

৫৩। অর্থ প্রাপ্তি ও ব্যাংকে জমাদান।- (১) কর্তৃপক্ষের নিজ তহবিলে সংরক্ষিত সকল অর্থ এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী অনুমোদিত যে কোন এক বা একাধিক তফসিলভূক্ত ব্যাংকে গচ্ছিত রাখিতে হইবে।
(২) কর্তৃপক্ষকে প্রদেয় যাবতীয় অর্থ চেয়ারম্যান কর্তৃক গৃহীত হইবে এবং উহা তাৎক্ষণিকভাবে উপরে উল্লিখিত ব্যাংকের যে কোন হিসাব খাতে জমা দিতে হইবে, যাহা "চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ হিসাব" অভিধায় চিহ্নিত হইবে।
ব্যাখ্যা : এই ধারায় 'তফসিলি ব্যাংক' বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O 127 of 1972) এর article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত Schedule Bank কে বুঝাইবে।

৫৪। চেক/পে-অর্ডার মারফত অর্থ পরিশোধ। - (১) ৫৩ ধারায় বর্ণিত হিসাব হইতে চেক /পে-অর্ডার ব্যতিত অন্য কোন উপায়ে ব্যাংক কর্তৃক কোন টাকা পরিশোধ করা যাইবে না।

(২) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় টাকা চেক ব্যতিত অন্য কোন মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে না।
৫৫। চেকে দস্তখত।- ৫৪ ধারায় বর্ণিত সকল চেকে দস্তখত অবশ্যই চেয়ারম্যান এবং অথরিটির সেক্রেটারি অথবা চেয়ারম্যান কিংবা সেক্রেটারি, দুইজনের কোন একজনের অনুপস্থিতিতে সেক্রেটারি বা চেয়ারম্যান এবং একজন মেম্বার কর্তৃক দস্তখতকৃত হইতে হইবে।

হিসাব

৫৬। হিসাব পরিচালনা।- যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হইবে সেভাবে কর্তৃপক্ষ পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক হিসাব বইসমূহ নির্ধারিত ছকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। কমপক্ষে একটি মূলধন খাত ও একটি রাজস্ব খাত রাখিতে হইবে। মূলধন খাত -এ আলাদা আলাদাভাবে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যেকটি উন্নতিবিধান ও উন্নয়ন এবং আবাসিক ও অন্যান্য প্রকল্পসমূহের জন্য ব্যয়িত খরচের হিসাব রাখিতে হইবে।

৫৭। মূলধন খাত ও অর্থ জমাদান।- নিম্নবর্ণিত অর্থসমূহ মূলধন খাত এ জমা রাখিতে হইবে :-
(ক) বিভিন্ন সময়ে সরকার যেভাবে অনুপাত নির্ধারণ করেন, সেই আনুপাতিক হারে ৪৩ ধারার (২) উপ-ধারার (খ) দফার অধিনে মঞ্জুরকৃত অনুদানের টাকা।
(খ) সরকার হইতে গৃহিত ঋণ।
(গ) সরকারের বিশেষ বা সাধারণভাবে মঞ্জুরকৃত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহিত ঋণ।
(ঘ) উন্নয়ন তহবিল হইতে গৃহিত বৈদেশিক অনুদান ও ঋণসমূহ।
(ঙ) যে কোন ঋণের টাকায় খরিদকৃত কোন জমি, যাহা কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাইয়াছে, সেই জমির বিক্রয়লব্দ অর্থ।
(চ) মূলধন খাত হইতে লগ্নিকৃত টাকার প্রাপ্ত সুদ বা লভ্যাংশের টাকাসমেত কর্তৃপক্ষের যে কোন অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়মূল্য।
(ছ) মূলধন খাতে জমা প্রদানের জন্য অন্য যে কোন টাকা যাহা সরকার নির্দেশ প্রদান করেন।

৫৮। মূলধন খাত এর প্রয়োগ। - মূলধন খাতে জমাকৃত অর্থ কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় বা জিম্মায় সঞ্চিত থাকিবে এবং উক্ত অর্থ নিম্নরূপভাবে ব্যয় বা পরিশোধ করা যাইবে :-
(ক) সংস্কারমূলক, উন্নয়ন ও আবাসিক প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল ব্যয় নির্বাহকল্পে।
(খ) অত্র আইনের যে কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রয়োজনে জমি হুকুম দখল/সরাসরি ক্রয় করার খরচ নির্বাহের জন্য। তবে শর্ত থাকে যে, সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি ক্রয়ের জন্য প্রস্তাবিত জমির মালিকানা সংক্রান্ত কোন বিরোধ দেখা দেয় সেক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদ অবসানের পরও উক্ত প্রস্তাবিত/ক্রয়কৃত জমির রোয়েদাদকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ উক্ত হিসাবে জমা রাখা যাইবে এবং পরবর্তীতে উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তির পর প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে/জমির মালিককে ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ করা যাইবে।
(গ) অত্র আইনের যে কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ভবন নির্মাণের খরচ নির্বাহের জন্য।
(ঘ) ৪৩ ধারার (২) উপ-ধারার (গ), (ঘ) ও (ঙ) দফাসমূহের অনুসরণে গৃহিত ঋণসমূহ পরিশোধের জন্য।
(ঙ) ৪১ ধারার অনুসরণে জরিপ করার কাজ অথবা জরিপ করানোর জন্য উদ্ভূত খরচ নির্বাহের উদ্দেশ্যে।
(চ) সরকারের অনুমোদনক্রমে কর্তৃপক্ষ ইহার পরিচালনা ব্যয়ের যে পরিমাণ খরচ নির্বাহ করিতে চাহেন, তাহা; এবং
(ছ) যে কোন আর্থিক বৎসরের শেষ প্রান্তভাগে রেভিনিউ বাজেটের কোন ঘাটতি থাকিলে তাহা নির্বাহের জন্য।

৫৯। রাজস্ব খাতে অর্থ জমাদান।- রাজস্ব খাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা দেওয়া হইবে ঃ-
(ক) ৪৪ ধারানুসারে সিটি কর্পোরেশন হইতে প্রাপ্ত অনুদান।
(খ) বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক স্থিরকৃত ৪৩ ধারার (২) উপ-ধারার (খ) দফামতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানের অংশ বিশেষ।
(গ) ৪৩ ধারার (২) উপ-ধারার (চ) দফানুযায়ী সরকারের অনুমোদনক্রমে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধার্যকৃত যে কোন উন্নয়ন বা অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।
(ঘ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত সকল সুদের টাকা।

(ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত সকল ক্ষতিপূরণের টাকা।
(চ) কর্তৃপক্ষের তহবিলে সরকার হইতে সাহায্য মঞ্জুরি বাবত প্রাপ্ত সকল অর্থ।
(ছ) লিজ বা ইজারা বাবত প্রাপ্ত সকল কিস্তির (প্রিমিয়াম) টাকা।
(জ) কর্তৃপক্ষের সকল জমির ও ইমারতের ভাড়ার টাকা, এবং
(ঝ) অন্য যে কোন টাকা যাহা সরকার রাজস্ব খাতে জমা রাখার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন।
(ঞ) ৪৩ ধারার (২) উপধারার (জ) দফামতে উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত অনুদানের উপর ও বৈদেশিক ঋনের উপর এবং জামানতের উ পর অর্জিত ব্যাংক সুদ।

৬০। রাজস্ব খাতের প্রয়োগ।- (১) রাজস্ব খাতে জমাকৃত অর্থ কর্তৃপক্ষের জিম্মায় থাকিবে এবং নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবেঃ-
(ক) ৪৩ ধারার (২) উপ-ধারার (গ), (ঘ) ও (ঙ) দফাসমূহের অনুসরণে গৃহিত ঋণের সুদ বাবত সকল ব্যয় ও ঐ ধরনের ঋণ বাবত যে কোন খরচ নির্বাহের জন্য।
(খ) কর্তৃপক্ষের সম্পত্তির উপর ধার্যকৃত সকল ট্যাক্স বা কর পরিশোধের জন্য।
(গ) কর্তৃপক্ষের সম্পত্তির ভাড়া ও অন্যান্য প্রাপ্য আদায়ের জন্য আলাদা দপ্তর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ (যদি থাকে) নির্বাহের জন্য।
(ঘ) ৬৯ ধারা মোতাবেক সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অডিটরকে অর্থ পরিশোধের জন্য।
(ঙ) ৯৪ ধারানুযায়ী ক্ষতিপূরণের অথবা কাজ চালাইয়া যাওয়ার খরচ নির্বাহ করার জন্য। এবং
(চ) ব্যবস্থাপনার ব্যয় নির্বাহ করার জন্য।
(২) 'ব্যবস্থাপনা ব্যয়' অর্থ নিম্নোক্ত বিষয়াদি বুঝাইবে ঃ-
(ক) চেয়ারম্যানের বেতন ভাতা এবং কর্তৃপক্ষের সদস্যদের ফিস।
(খ) সভায় যোগদানের জন্য পরিশোধকৃত সকল ফিস ও ভাড়া।
(গ) ১৮ ধারার অধিনে নিয়োগকৃত কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের বেতন, ফিস, ভাতা এবং একই ধারার অনুবিধি অনুযায়ী দেয় কন্ট্রিবিউশন। তবে দৈনিক বেতন ভিত্তিক কর্মচারীগণ ও যাঁহাদের বেতন সাময়িক কাজের ভিত্তিতে পরিশোধ করা হয় , তাঁহাদের বেতন ভাতা ফিস ইত্যাদি এই দফা বহির্ভূত থাকিবে। এবং
(ঘ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যয়কৃত সমূদয় অফিস খরচ।
(৩) 'অফিস খরচ' বলিতে অফিসের কাজ চালাইবার প্রয়োজনে বহনকৃত সকল প্রকার ব্যয় এবং অফিসের ভাড়াকৃত ভবনের ভাড়া , অফিসে ব্যবহারের জন্য আসবাবপত্রের মূল্য , ছাপা খরচ,ফটোকপি,কম্পিউটার সক্রান্ত স্ক্যানিং , ইন্টারনেট সংক্রান্ত, ফ্যাক্স, সফটওয়্যার তৈরি ও পরিচালনা সংক্রান্ত , বিদ্যুত বিল ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও স্টেশনারি বাবত ব্যয় ও একটি অফিস সূচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় আনুষঙ্গি ক অন্যান্য যে ব্যয় হয়, তাহা সমেত বুঝাইবে।

৬১। রাজস্ব খাত হইতে মূলধন খাতে অগ্রিম প্রদান।- (১) ৬০ ধারায় লিপিবদ্ধ বিধি বিধান থাকা সত্বেও কর্তৃপক্ষ রাজস্ব খাত হইতে মূলধন খাতে যে কোন অংকের অর্থ হস্তান্তর করিতে পারিবে
(২) যথাশিঘ্র সম্ভব এই জাতীয় হস্তান্তরিত টাকা রাজস্ব খাতে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

৬২। মূলধন খাত হইতে রাজস্ব খাতে অগ্রিম প্রদান। - (১) মূলধন খাত হইতে আর্থিক বৎসরের শেষে অগ্রিমের মাধ্যমে রাজস্ব খাতের যে কোন ঘাটতি পূরণ করা যাইবে।
(২) এই ধরনের সকল অগ্রিম পরবর্তী বৎসরে মূলধন খাতে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

৬৩। হিসাবের সংক্ষিপ্ত সার দাখিলকরণ।- প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের আর্থিক সময় অতিবাহিত হওয়ার প্রাক্কালে কর্তৃপক্ষ সরকার সমীপে হিসাবের প্রাপ্তি ও ব্যয় সম্বলিত সার-সংক্ষেপ পেশ করিবে।

৬৪। বার্ষিক রিপোর্ট ও রিটার্ন দাখিলকরণ। - (১) প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ সরকারে র নিকট ঐ অর্থ বৎসরের মধ্যে সম্পাদিত কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপের একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবে।
(২) কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সরকারের নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ প্রয়োজন হইতে পারে ঃ-
(ক) কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোন বিষয়ে যে কোন রিটার্ন, প্রতিবেদন, প্রাক্কলন বা অন্যান্য তথ্য। অথবা
(খ) এই ধরনের বিষয়ে যে কোন প্রতিবেদন। অথবা
(গ) কর্তৃপক্ষের হেফাজতে রক্ষিত যে কোন দলিলের কপি; এবং সরকার কর্তৃক এই ধরনের চাহিত তথ্যাদি।

৬৫। কর্তৃপক্ষের বকেয়া আদায়। - কোন ব্যক্তির উপর ধার্যকৃত কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য অর্থ 'Public demand' হিসাবে The Public Demand Recovery Act, 1913 (Act- of 1913) আওতায় আদায়যোগ্য হইবে।

৬৬। একাউন্টস এর বার্ষিক অডিট। - কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত চাটার্ড একাউন্টস ফার্ম (অডিটর) কর্তৃক প্রত্যেক আর্থিক বৎসরে কর্তৃপক্ষের একাউন্টস একবার পরীক্ষিত ও অডিটকৃত হইতে হইবে। তবে উক্ত ফার্ম নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৬৭। অডিটরদের ক্ষমতা।- উপরোক্তমতে নিয়োগকৃত অডিটর নিম্নরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন ঃ-
(ক) সুচারুরূপে অডিট কার্য সম্পন্ন করার প্রয়োজনে , তাঁহার বিবেচনামতে যে কোন দলিল দস্তাবেজ তাঁহার নিকট উপস্থাপন করার জন্য চাহিদাপত্র প্রদান করিতে পারিবেন।
(খ) লিখিত চাহিদা মারফত যাঁহার জিম্মায় বা নিয়ন্ত্রণে , অথবা যিনি তজ্জন্য দায়ি , সে ধরনের ব্যক্তিকে অডিটরের নিকট ব্যক্তিগতভাবে তথ্যাদি সরবরাহের জন্য চাহিদা প্রদান করিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক চাহিত তথ্যাদি/কাগজপত্রাদি প্রদান করিবেন।

(গ) অডিটর উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন প্রশ্নের জবাবসূচক কোন দলিলে স্বাক্ষরদান করিতে অথবা যে কোন প্রতিবেদ ন প্রস্তুত ও পেশ করিতে চাহিদা প্রদান করিতে পারিবেন।

৬৮। অডিটরের পারিশ্রমিক।- কর্তৃপক্ষ অডিটরকে পারিশ্রমিক প্রদান করিবে।

৬৯। অডিটর।- (ক) ব্যয়ের ক্ষেত্রে অথবা কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য অর্থ পুণরুদ্ধারের ব্যাপারে অথবা হিসাব নিকাশ সংরক্ষণে কোন গুরুতর অসঙ্গতি বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হইলে তাহা অডিটর কর্তৃপক্ষের সমীপে প্রতিবেদন আকারে পেশ করিবেন।

(খ) কর্তৃপক্ষ তাঁহার অডিটের অগ্রগতি সাধনের ব্যাপারে যে সমস্ত তথ্য মাঝে মধ্যে প্রয়োজন আছে মনে করিবে , তাহা অডিটর কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করিবেন, এবং

(গ) অডিটর তাঁহার অডিট সমাপ্ত করার পর পরই একাউন্টস সম্পর্কিত তাঁহার প্রতিবেদন চেয়ারম্যানের নিকট পেশ করিবেন।

৭০। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভুল ত্রুটি সংশোধন। - অডিটর কর্তৃক উত্থাপিত যে কোন ত্রুটি অথবা অনিয়মসমূহ অনতিবিলম্বে সংশোধন করা কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে।

৭১। অডিটর কর্তৃক প্রণিত রিপোর্ট প্রত্যেক সদস্যের নিকট প্রেরণ। - চেয়ারম্যান ৬৯ ধারার (গ) দফায় উল্লেখিত রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য ইহার পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

৭২। একাউন্টস এর সার-সংক্ষেপ ছাপানো ও প্রেরণ। - উক্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর যথাশীঘ্র সম্ভব সময়ে কর্তৃপক্ষ একাউন্টস সম্পর্কিত সার -সাংক্ষেপ প্রস্তুত করিবে এবং ঐ সার-সংক্ষেপের একটি কপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

৭৩। ভূমি অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর।- (১) কর্তৃপক্ষ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি অথবা ভূমি সং শ্লিষ্ট স্বার্থ ক্রয়, লীজ, বিনিময় অথবা অন্য কোনভাবে অর্জন করিতে পারিবে এবং এইরূপ ভূমি কিংবা ভূমির স্বার্থ বিক্রয়, লীজ, বিনিময় অথবা অন্য কোন ভাবে নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উপ-ধারা (১) এ উ ল্লিখিত ভূমি বা ভূমি সংশ্লিষ্ট স্বার্থ অর্জন করিবার প্রয়োজন হইলে উহা জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উহা Aquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982) বা এতদসংক্রান্ত প্রচলিত আইনের বিধান মোতাবেক হুকুম দখল বা অধিগ্রহণ করা যাইবে।

৭৪। চুক্তি মারফত ভূমি অর্জন।- কর্তৃপক্ষ যাহা অর্জন করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, সেই ধরনের যে কোন জমি বা ঐ ধরনের জমির স্বত্ব -স্বার্থ, ক্রয়, ইজারা অথবা এওয়াজ বদলের মাধ্যমে অর্জন করার জন্য জমির মালিকের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিবে।

৭৫। ভূমি অর্জন পরিত্যাগ।- (১) কোন সংস্কারমূলক ও উন্নয়ন এবং আবাসিক বা অন্য যে কোন প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত জমি যদি ঐ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হইবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়, তাহা হইলে উক্ত জমির মালিক অথবা যাহার ঐ জমিতে স্বত্ব-স্বার্থ বিদ্যমান আছে, তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট জমির হুকুম দখল মামলা পরিত্যক্ত ঘোষণার আবেদন করিতে পারিবেন।

কর্তৃপক্ষ এই ধরনের আবেদনসমূহ বিবেচনাপূর্বক ঐ জাতীয় জমির হুকুম দখলের কার্যক্রম পরিত্যক্ত ঘো ষণা করিবে এবং এতদসংক্রান্ত পরিত্যাগকালীন সময়ে সরকার কর্তক জমির নির্ধারিত মূল্য আদায় করত উক্ত জমির দখল সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগস্থ ব্যক্তিগনের নিকট হস্তান্তর করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধিনে বর্ণিত দরখাস্তসমূহ নিষ্পত্তির ধরন এবং জমির মূল্য স্থির করার পন্থা সরকার নির্ধারণ করিবেন। এক্ষেত্রে ভুমি হুকুম দখলের প্রচলিত বিধি-বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(৩) অত্র আইনের বিধি-বিধানের আওতায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কর্তৃপক্ষ কোন জমি মালিকের সহিত কোন জমির অংশ বিশেষ অর্জন করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইলে ঐ ধরনের জমি যদি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন না হয়, তাহা হইলে উপ-ধারা (১) মোতাবেক ঐ জমি ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।

উৎকর্ষসাধন ফি (Betterment Fee)

৭৬। উৎকর্ষসাধন ফি পরিশোধ।- (১) যখন কোন সংস্কার ও উন্নয়ন বা আবাসিক বা অন্য কোন প্রকল্প প্রণয়ন করার ফলে ঐ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত কোন জমি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন না হয় , কর্তৃপক্ষের মতে সেই রকম জমির মৌজা মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে মর্মে স্থিরকৃত হয় , তাহা হইলে প্রকল্পের কাঠামো তৈয়ারকালে ঐ জমি হুকুম দখল করার পরিবর্তে ঐ জমির খাতে জমি মালিক বা জমিতে স্বত্ব -স্বার্থবান ব্যক্তির নিকট হইতে বেটারমেন্ট ফিস আদায় করা হইবে মর্মে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষণা দেওয়া যাইবে, কারণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণেই উক্ত জমির মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

(২) এই ধরণের উৎকর্ষসাধন ফিসের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নহেতু জমির বর্ধিত মূল্যের অর্ধেক হইবে। এই বৃদ্ধির পরিমাণ হিসাব করিতে সংশ্লিষ্ট জমিটি দালানশূন্য অবস্থায় প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে যে প্রাক্কলিত মূল্যের ছিল , প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে দালানশূন্য অবস্থায় (অর্থাৎ শুধু জমি) যেই প্রাক্কলিত মূল্যের হইবে, এই দুইয়ের তারতম্যের পরিমাপ বিবেচ্য হইবে।

৭৭। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উৎ কর্ষসাধন ফি নির্ণয়। - (১) যখন কর্তৃপক্ষ মনে করিবে যে কোন উন্নতিবিধান ও উন্নয়ন বা আবাসিক বা অন্য কোন প্রকল্পের বেটারমেন্ট ফিস নির্ধারণের ধাপ পর্যন্ত অগ্রগতি অর্জন করিয়াছে , তখন কর্তৃপক্ষ এতদ্সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব অনুমোদন করত ঘোষণা দিবেন যে বেটারমেন্ট ফিস ধা র্য করার জন্য প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হইয়াছে মর্মে গণ্যকৃত হইল এবং তৎপর বেটারমেন্ট জোনের প্রত্যেক জমির মালিককে ৭৬ ধারা মোতাবেক ঐ ধরনের জমির জন্য বেটারমেন্ট ফিস ধার্য করার প্রস্তাব সম্বলিত লিখিত নোটিশ জারি করিবে।

(২) অতঃপর কর্তৃপক্ষ প্রত্যেককে শুনানির সুযোগ দান করত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তৎকর্তৃক পরিশোধতব্য বেটারমেন্ট ফিস ধার্য করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধার্যকৃত বেটারমেন্ট ফিস ধার্য করার কারণে কোন ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হইলে তিনি ঐ ধরনের ফিস ধার্যকরণের বিরুদ্ধে উক্ত ফিস ধা র্যের ৩০ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন এবং এতদসম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বিবেচিত হইবে।

৭৮। উৎকর্ষসাধন ফি পরিশোধের জন্য বাধ্য ব্যক্তিদের বরাবরে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নোটিশ জারি। - যখন ৭৭ ধারানুযায়ী প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত জমির জন্য সকল বেটারমেন্ট ফিসের টাকার পরিমাণ নির্ধারণের কাজ সমাপ্ত হয়, তখন কর্তৃপক্ষ ঐ ধরনের প্রাপ্য পরিশোধে বাধ্য সকল ব্যক্তির উপর লিখিত নোটিশ জারি করিয়া কোন্তারিখের মধ্যে উক্ত অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে, তাহা জানাইয়া দিবেন।

৭৯। জমির উপর দাবি হিসাবে বেটারমেন্ট ফিস পরিশোধের জন্য চুক্তিনামা।- যে কোন ব্যক্তি যাহার উপর বেটারমেন্ট ফিস ধার্যকৃত হইয়াছে , তিনি, স্বেচ্ছায় কর্তৃপক্ষ বরাবরে বেটারমেন্ট ফিস পরিশোধের স্থলে কর্তৃপক্ষের সহিত উক্ত বেটারমেন্ট ফিসেরর টাকা তাহার জমির স্বত্বের উপর অপরিশোধকৃত দাবি হিসাবে গণ্য করার জন্য একটি চুক্তিতে উপনীত হইতে পারিবেন।

সপ্তম অধ্যায়
বিধিসমূহ

৮০। বধিমিালা প্রণয়নরে ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৮১। বিধি প্রণয়নের পূর্ববর্তি শর্তাবলি।- ৮০ ধারার অধিনে রুল প্রণয়নের ক্ষমতা পূর্ববর্তি রুল বিজ্ঞাপিত হওয়ার পরবর্তি সময়ে এবং নিম্নবর্ণিত অধিকতর শর্তারোপ সাপেক্ষে প্রয়োগ করিতে হইবে :-

(ক) বিধির খসড়া প্রজ্ঞাপন দ্বারা এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রচার করিতে হইবে।

(খ) এই ধরণের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের একমাস সময় অতিবাহিত না হওয়া অবধি এই খসড়া অগ্রগামী করা যাইবে না।

(গ) এই সময়ের মধ্যে অন্তত একমাস ব্যাপিয়া ঐ খসড়ার একটা ছাপানো কপি জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য কর্তৃপক্ষের অফিসে প্রদর্শনের জন্য রাখিতে হইবে।

শর্ত থকিব যে ৮০ ধারার (২) উপ-ধারার (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) ধারার অধিনে প্রণীতব্য রুলসমূহের ক্ষেত্রে ৮১(ক) ধারার বিধান শিথিল করা যাইবে।

৮২। জনসাধারণ্যে প্রচারার্থে বিধি প্রকাশনা।- যখন ৮০ ধারা মোতাবেক কোন বিধি প্রণীত হয়, তখন ইহা প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইতে হইবে এবং এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি বিধিটি যথাযথভাবে প্রণীত হওয়ার স্বপক্ষে চুড়ান্ত প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইবে।

৮৩। প্রবিধান প্রণয়নের জন্য কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান। - কর্তৃপক্ষ অত্র আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রয়োজনে এই আইনের বিধানের অথবা ইহার বিধানানুযায়ী প্রণীত কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এমন প্রবিধান, সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণপূর্বক প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৮৪। প্রবিধান বাতিল করার সরকারি ক্ষমতা। - সরকার যে কোন সময়ে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে , ৮৩ ধারামতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত যে কোন প্রবিধান বাতিল করিতে পারিবে।

অষ্টম অধ্যায়
সম্পূরক বিধি

৮৫। অত্র আইনের বিধি -বিধানের আওতা যে সমস্ত এলাকায় সম্প্র সারিত করা হইয়াছে, সেই সব এলাকায় সিটি কর্পোরেশনের আওতা বর্ধিত করার ক্ষমতা।- অত্র আইনের ১ ধারার (৩) উপ-ধারাবলে যখন অত্র আইনের কোন বিধি-বিধান কার্যকরী করা হয়, তখন সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অথবা সরকার যেভাবে বিবেচনা করেন সেই রকম অন্য কোন পন্থায় (যদি থাকে), সিটি কর্পোরেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনের আওতা সম্প্রসারিত করিতে পারিবে।

৮৬। প্রজ্ঞাপন প্রকাশনা।- ৮৫ ধারার অধিনে কোন প্রজ্ঞাপন চুড়ান্ত প্রকাশ করার পূর্বে সরকার ঐ প্রজ্ঞাপনের একটি খসড়া সরকারি গেজেট প্রকাশ করিবে।

আইন সংক্রান্ত প্রতিবিধান ব্যবস্থা

৮৭। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ও বিচার।-**(১) এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্য ক্তি আদালতে লিখিত অভিযাগ দায়ের করিতে পারিবে এবং আদালত উক্ত অভিযোগ আমলে গ্রহণ করিবে।

৮৮। ফৌজদারিতে সোপর্দে র মেয়াদের সীমাবদ্ধতা। - এই আইনের বা ইহার আওতায় প্রণীত যে কোন বিধি , বিধি বা প্রবিধানের বিপক্ষে সংঘটিত অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যাইবে না , যদি না কৃত অপরাধের জন্য ঐ অপরাধ সংঘটিত হওয়ার তারিখ হইতে পরবর্তি তিন মাসের মধ্যে কোন যথাযথ এখতিয়াসম্পন্ন আদালতের নিকট অভিযোগ দাখিল করা না হয়।

৮৯। আইনগত প্রতিবিধান ব্যবস্থা ইত্যাদি এবং আইনগত উপদেশ গ্রহণ সম্পর্কিত চেয়ারম্যানের ক্ষমতা।- কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রন সাপেক্ষে চেয়ারম্যান,-

(ক) এই আইনের অথবা ইহার আওতায় প্রণিত যে কোন বিধির ব্যাপারে আইনগত প্রতিবিধান ব্য বস্থা দায়ের , আইনগত জবাব দান , বা অভিযোগ/মোকদ্দমা দায়ের/প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(খ) এই আইনের বা ইহার আওতায় প্রণিত যে কোন বিধির বিপক্ষে সংঘটিত যে কোন অপরাধ দেশের প্রচলিত আইনে আইনসংগতভাবে নিষ্পত্তির বিষয়ে আপোষ রফা করিতে পারিবেন।

(গ) এই আইনের বা ইহার আওতায় প্রণিত যে কোন বিধির অধিনে দাবিকৃত কোন দাবি স্বীকার, নিষ্পত্তি অথবা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(ঘ) এই ধারার পূর্ববর্তি দফাসমূহের যে কোন উদ্দেশ্যসাধনার্থে অথবা কর্তৃপক্ষ বা ইহার যে কোন কর্মচারীর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব বা কোন ক্ষমতার আইনগত প্রয়োগ নিশ্চিত করিতে অথবা অর্পিত ক্ষমতা বা দায়িত্ব সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন।

৯০। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মোকদ্দমার পূর্বে আইনগত নোটিশ। - মামলার কারণ, মোকদ্দমা দায়েরের জন্য ইচ্ছুক বাদির নাম -ঠিকানা এবং প্রার্থীত সমাধান উল্লেখপূর্বক লিখিত নোটিশ বাদি কর্তৃক কর্তৃপক্ষের অফিসে বা বিবাদি কর্ম কর্তা/কর্মচারী বা ব্যক্তির বাসভবনে বিলিকৃত বা রাখার তারিখ হইতে একমাস অতিবাহিত না হইলে অত্র আইনের কিংবা ইহার আওতায় প্রণিত রুল/বিধির অর্TÎনিহীত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রয়োজনে সম্পাদিত কোন কাজের জন্য কর্তৃপক্ষ বা চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য বা কোন কর্মকর্তা /কর্মচারী অথবা কর্তৃপক্ষ বা ইহার চেয়ারম্যান বা ইহার কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নির্দেশনায় কর্মরত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা -মোকদ্দমা দায়ের করা যাইবে না , এবং আর্জিতে এই পদ্ধতিতে ঐরূপ নোটিশ জারি হইয়াছে মর্মে একটা বক্তব্য অবশ্যই থাকিতে হইবে।

৯১। গ্রেফতারের ক্ষমতা।- চেয়ারম্যানের লিখিত পত্রের প্রেক্ষিতে পুলিশের এ এস আই বা তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা কর্তৃক যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন, যদি ঐ ব্যক্তি , যে কোন কর্মকর্তা /কর্মচারীকে এই আইনের বা ইহার আওতায় প্রণীত যে কোন রুল বা বিধির প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করেন।

৯২। সাক্ষ্য।- যখনই অত্র আইনের বা ইহার অধিনে রচিত রুলের আওতায় কোন কিছু করা কিংবা কোন কিছু করা হইতে বাদ দেওয়া কিংবা কোন কিছুর অখন্ডনীয়তা (ক) কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান অথবা (খ) কর্তৃপক্ষের যে কোন কর্মচারির প্রতিপাদন , মঞ্জুরি, সম্মতি, ঐকমত্য, ঘোষনা, অভিমত অথবা সন্তুষ্টি এর উপর নির্ভর করে , তাহা হইলে ঐ ধরনের প্রতিপাদন , মঞ্জুরি, সম্মতি, ঐকমত্য, ঘোষণা, অভিমত অথবা সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করার বা প্রদর্শন করার জন্য (ক)-এর ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান ও (খ)-এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারি কর্তৃক দরখাস্তকৃত একটি লিখিত দলিল ঐসব প্রতিপাদন, মঞ্জুরি, সম্মতি, ঐকমত্য, ঘোষণা, অভিমত বা সন্তুষ্টির পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইবে।

ক্ষতিপূরণ

৯৩। ক্ষতিপূরণ পরিশোধের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সাধারণ ক্ষমতা।- অত্র আইনের বা ইহার আওতায় প্রণিত যে কোন রুল বা বিধির বা অনুমোদিত প্রক ল্পে কর্তৃপক্ষ বা চেয়ারম্যান বা কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা -কর্মচারিকে প্রদত্ত যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলে যদি কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় , তাহা হইলে অত্র আইনে বিশদভাবে, ভিন্নভাবে বর্ণিত না থাকিলে কর্তৃপক্ষ ঐ ব্যক্তিকে যুক্তিসংগত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে পারিবে।

৯৪। অপরাধী কর্তৃক সংঘটিত ক্ষতির ক্ষতিপূরণ পরিশোধ। - (১) যদি অত্র আইনের বা ইহার আওতায় প্রণিত যে কোন রুল বা বিধির বিপক্ষে কৃত কোন কার্য বা ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ সংঘটন করিলে এবং ঐ ব্যক্তির সেই একই কার্য বা ত্রুটি -বিচ্যুতির দরুন কর্তৃপক্ষের কোন সম্পত্তির ক্ষতি সাধিত হইয়া থাকে , তাহা হইলে উক্ত অপরাধের জন্য উক্ত ব্যক্তি অন্য যে কোন শাস্তি প্রদানযোগ্য হওয়া সত্বেও উপরে উল্লেখিত ক্ষতিসাধনের জন্য ঐ ব্যক্তি কর্তৃপক্ষকে ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করিবেন।

(২) ম্যাজিস্ট্রেট যিনি ঐ ব্যক্তিকে দোষী প্রতিপাদন করিবেন, সেই ম্যাজিস্ট্রেটই প্রচলিত বিধি-বিধান ও আইনের আলোকে ঐ ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধতব্য ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন।

(৩) এই ধারায় প্রাপ্য যে কোন ক্ষতিপূরণ বাবত প্রাপ্য পরিশোধ না করিলে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জারিকৃত একটি ওয়ারেন্ট মূলে ঐ অপরি শোধকৃত ক্ষতিপূরণের টাকাসমূহের সমপরিমাণ টাকা ঐ ব্যক্তিকে জরিমানাস্বরূপ আরোপ করত আদায় করিতে পারিবেন।

নবম অধ্যায়

দন্ডসমূহ

৯৫। কর্তৃপক্ষের সহিত সম্পাদিত চুক্তি ইত্যাদির কোন শেয়ার বা স্বত্ব অর্জনহেতু শাস্তি। কর্তৃপক্ষের সহিত , দ্বারা বা পক্ষে সম্পাদিত কোন চুক্তি বা চাকুরিতে কোন শেয়ার বা স্বত্ব , চেয়ারম্যান, কোন সদস্য বা কর্তৃপক্ষের যে কোন কর্মকর্তা -কর্মচারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজের জন্য বা কোন অংশীদারের জন্য অর্জন করেন তাহা হইলে তাঁহার উক্ত কার্যের জন্য তিনি বাংলাদেশ দন্ডবিধির প্রযোজ্য ধারানুযায়ী অপরাধ করিয়াছে ন মর্মে গণ্য হইবে।

৯৬। রাস্তা হইতে সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি অপসারণ সম্পর্কিত দন্ড।- কোন ব্যক্তি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হইতে সংগৃহিত আইনগত অনুমতি ব্যতিত

(ক) কর্তৃপক্ষের আনুকূল্যে বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন সীমানা প্রাচীর , দেওয়াল, সীমানা খুঁটি ইত্যাদি অপসারণ করেন বা কোন বাতি অপসারণ করেন , অথবা-

(খ) উপরোক্ত ব্যাপারে কোন প্রদত্ত আদেশ লংঘন করেন বা কোন গ্রথিত ডান্ডা (বার), শিকল বা খুঁটি অপসারণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আইনের বিধি-বিধান সাপেক্ষে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা প্রদানের শাস্তি দেওয়া যাইবে।

৯৭। যে সমস্ত স্থাপনার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, সেগুলি অপসারণ করিতে অপারগতার জন্য দন্ড।- যদি কোন দেওয়াল অথবা দালানের মালিক উক্ত দেওয়াল বা দালানের জন্য কর্তৃপক্ষের সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করত

(ক) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত নোটিশের মর্মানুযায়ী যখনই ঐ সব দেওয়াল বা দালান অথবাঐ গুলির বিশেষ কোন অংশ অপসারণ করিতে ।

(খ) ঐ সব দেওয়াল বা দালান বা ঐ গুলির অংশবিশেষ অপসারণের জন্য , পূর্বোক্ত নোটিশ প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে চেয়ারম্যানকে লিখিত অনুমতিপত্র মারফত ক্ষমতা প্রদান করিতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হন , তবে তিনি কাঁচা ঘরের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা এবং পাকা দেওয়াল বা দালানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানায় দন্ডিত হইবেন।

৯৮। ২২ ধারা লংঘন পূর্বক মাস্টারপ্ল্যানের জমি ব্যবহারের দন্ড।- ২২ ধারা লংঘন করত কোন ব্যক্তি মাস্টারপ্ল্যানের অন্তর্ভূক্ত কোন জমি ব্যবহার করিলে প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধানের ধারা অনুযায়ী তিনি সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকার জরিমানায় দন্ডিত হইবেন।

৯৯। বে-আইনি নির্মাণ অপসারণ। - (১) আদালত কোন ব্যক্তিকে ৯৭ ধারা বা ৯৮ ধারায় অপরাধী সাব্যস্ত করিলে আদালত ঐ ব্যক্তিকে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ সব বে-আইনি নির্মাণ অপসারণের আদেশ দিবেন।

(২) যদি ঐ ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে বে-আইনি নির্মাণ অপসারণে অপারগ হন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষের পক্ষে তাহা অপসারণ করা আইনানুগ হইবে এবং ঐ অপসারণ কর্মকান্ডের জন্য ব্যয়িত অর্থ 'পাবলিক ডিমান্ড' হিসাবে ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

১০০। অডিটর কর্তৃক চাহিদাকৃত কাগজপত্রাদি সরবরাহে অপারগতার শাস্তি। - ৬৭ ধারানুযায়ী চাহিত তথ্যাদি/কাগজপত্রাদি প্রদান করিতে কোন ব্যক্তি অপরাগতা প্রকাশ করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকার জরিমানায় দন্ডিত হইবে।

১০১। চিহ্ন অপসারণ করিলে বা ঠিকাদারকে বাধা প্রদান করিলে তজ্জন্য দন্ড।- যদি কোন ব্যক্তি-

(ক) চেয়ারম্যান অত্র কর্তৃপক্ষের পক্ষে কোন ব্যক্তির সহিত কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে এই আইনের বলে বা উহার অধীনে প্রণীত যে কোন রুল মোতা বেক উক্ত চুক্তি সম্পাদন বা বাস্তবায়নকালে কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের সময়ে অথবা উক্ত চুক্তিগ্রহিতাকে যে কাজের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে বা ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে, তাহা নিষ্পন্ন করার সময়ে যদি কোন বাধার সৃষ্টি করেন বা চুক্তিগ্রহিতাকে উৎপীড়ন করেন, অথবা-

(খ) অত্র আইনের বলে বা উহার অধিনে প্রণিত যে কোন রুলের অনুবলে গৃহিত বা অনুমো দিত কোন প্রকল্পের কোন কার্য সম্পাদনার্থে প্রয়োজনীয় কোন নির্দেশক বা লেভেল স্থির করার জন্য স্থাপিত মার্কা অপসারণ করেন , তবে ঐ ব্যক্তিকে বাংলাদেশ দন্ড বিধির সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা সর্বোচ্চ দুইমাস মেয়াদের কারাদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত করিতে পারিবেন।

১০২।মোবাইল র্কোটরে এখতয়িার। - এই আইনরে অন্য কোন বধিানে ভন্নিরূপ যাহা কছিুই থাকুক না কনে , ধারা ৯৬, ৯৭, ৯৮ ও ১০১ এর অধীন অপরাধসমূহ মোবাইল র্কোট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনরে ৫৯ নং আইন) এর তফসলিভুক্ত করয়িা বচিার করা যাইব।ে

<u>তথ্য প্রযুক্তি</u>

১০৩। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।- এই আইনের অধীন কোন কার্য সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন-২০০৬ ও তৎপরবর্তি সংশোধনি এবং জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা -২০১৫ ও তৎপরবর্তি সংশোধনির বিধান সা পেক্ষে কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করিতে পারিবে।

১০৩। রহিত ও হেফাজত।- (১) The Chittagong Development Authority Ordinance, 1959, Ordinance No. LI of 1959 এবং তৎপরবর্তী সংশোধনিসমূহ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ স্বর্ত্বেও উক্ ত Ordinance এর অধীন গঠিত Authority এই আইনের অধীন গঠিত কর্তৃপক্ষ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উক্ত Ordinance রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত Ordinance এর অধীন গঠিত Authority এর-

(ক) সকল সম্পদ, অধিকার ও স্বার্থ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা এবং সিকিউরিটিসহ এবং সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, তহবিল, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, অন্য সকল দাবি ও অধিকার, সকল হিসাব বহিরেজিস্টার, রেকর্ডপত্র এবং অন্যান্য দলিলপত্র অত্র আইনের অধীন কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত ও উহার উপর ন্যস্ত হইবে।

(খ) অডিন্যান্সের অধীনে গঠিত অথরিটির সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি , যথাক্রমে অত্র আইনের অধীন কর্তৃপক্ষের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) অডিন্যান্সের অধিনে গঠিত অথরিটি এর বিরুদ্ধে বা তৎ কর্তৃ ক দায়েরকৃত সকল মামলা বা সূচিত অন্যকোন আইনগত কার্যধারা অত্র আইনের অধিন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) কোন চুক্তি, দলিল বা চাকুরির শর্তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন অডিন্যান্সের অধীনে গঠিত অথরি টি এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী অত্র আইনের অধীন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং এ আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে তাহারা যে শর্তাধীনে চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলেন এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত সে একই শর্তে কর্তৃপক্ষের চাকুরিতে নিয়োজিত থাকিবেন।

(৪) উক্ত অডিন্যান্স রহিত হওয়া সত্তে i ও উহার অধিনে প্রণিত কোন বিধি বা প্রবিধান , জারিকৃত কোন প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোন আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন, সুপারিশ, প্রণিত সকল পরিকল্পনা বা কার্যক্রম, প্রকল্প, স্কিম, অনুমোদিত বাজেট এবং কৃত সকল কার্যক্রম উক্তরূপ রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিলে এবং এই আইনের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে এই আইনের অনুরূপ বিধানের অধীন , প্রণীত, জারিকৃত, প্রদত্ত, অনুমোদিত এবং কৃত বলিয়া গণ্য হইবে এবং মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা এই আইনের অধীনে রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।